মনঃ শিক্ষা।

(অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ জীবের প্রতি অষ্টোত্তর-শত উপদেশ।)

কবি

৺প্রেমানন্দ দাস বিরচিত।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ও গৌর পদতরঙ্গিণী প্রকাশক

দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত ও

প্রকাশিত।

অনন্ত শিক্ষা।

(অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রতি অষ্টোত্তর-শত উপদেশ।)

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি, ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।"

"মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
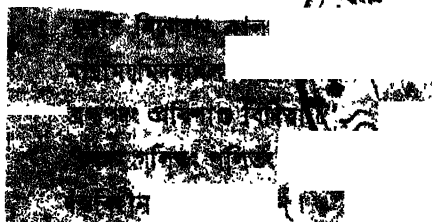
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং।
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥"

"কস্যমাতা কস্যপিতা কস্যভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥"

কবি
৺ প্রেমানন্দ দাস বিরচিত।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ও গৌর পদতরঙ্গিণী প্রকাশক
দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত ও
প্রকাশিত।

উৎসর্গ পত্র

রাজীব-লোচন দাস,
রাজীব লোচন দাস।
গৌরগত প্রাণ মন,
মৈনা গ্রামে যাঁর বাস॥
পরমবৈষ্ণব সাধু,
ভক্তবর সুপণ্ডিত।
ভক্ত গুণ প্রকাশক,
বিবিধ গুণ মণ্ডিত॥
বৈষ্ণব সাহিত্যামোদী,
শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব লেখক।
এ অযোগ্যে শ্রদ্ধাবান,
মমানুগ্রহ কারক॥
"মনঃ শিক্ষা" প্রকাশিতে,
প্রভূত উৎসাহ দাতা।
তেঁই তব নামে গ্রন্থ,
উৎসর্গিনু প্রিয় ভ্রাতা॥
যারে ভাল বাস ভাই,
তার উপহার ধর।
প্রেমানন্দ-গীত-হার,
প্রেমানন্দে গলেপর॥

ভূমিকা।

ঠাকুর হরিদাস দিনে তিনলক্ষ হরির নাম জপ করিতেন। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য দিনে তিনশত নাম জপেও কষ্ট ও বিরক্তি বোধ করেন। এই জন্য কলির জীবের সহজ সাধনের জন্য জপমালার সংখ্যা অষ্টোত্তর-শত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার নাম জপের ব্যবস্থা হইয়াছে। মানুষের মন নিতান্ত অবাধ্য ও অবশ—অসত পথ ও অসত কর্ম্মেই উহার কেবল গতি, দুই একবার উপদেশে মনকে বশে আনা যায় না। ইহা চিন্তা করিয়া কবি প্রেমানন্দ দাস মনকে অষ্টোত্তর-শত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই উপদেশ গুলির নামই মনঃ শিক্ষা। সুতরাং মনঃ শিক্ষার পদের সংখ্যাও একশত আটটী। শ্রদ্ধাস্পদ অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন "প্রার্থনার ন্যায় মনঃ শিক্ষার প্রকাশ ও অতি আবশ্যক।" একথা অতি সত্য। ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" বৈষ্ণব মাত্রের নিত্য পাঠ্য বস্তু; প্রেমানন্দের "মনঃ শিক্ষা" ও মনুষ্য মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য বা শ্রবণ যোগ্য বস্তু। "প্রার্থনার" শোধিত সংস্করণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন,

কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনঃ শিক্ষার শোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। কিছুদিন হইল আনন্দ বাজারে মনঃ শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজীব লোচন দাস মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখেন। তাঁহার ইচ্ছা যে মনঃ শিক্ষার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ সত্বর প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে গৌর-ধামগত মদগ্রজ ৺নন্দকুমার ভদ্র বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে একখানি শোধিত মনঃ শিক্ষা লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ খানিকে প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, এবং চারি পাঁচখানি বটতলার স্বতন্ত্র সংস্করণের সহিত মিলাইয়া যে সকল পাঠ সঙ্গত বোধ হইয়াছে তাহা মূলেও অবশিষ্ট পাঠগুলি ফুট নোটে দিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল অভিনব পাঠ দৃষ্ট হইবে, তাহা অগ্রজ মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত নহে এ কথা নিশ্চয়, কারণ তাঁহার ন্যায় পরম পণ্ডিত, ও পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি এরূপ অমার্জ্জনীয় পাপে দোষী হইতে পারেন না। খুব সম্ভব তিনি কোন প্রাচীন বিশুদ্ধ কাপি দেখিয়া, তাঁহার লিখিত পুথি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমার কৃতীত্ব কিছুই নাই। রাজীব বাবুর উৎসাহ, অনুরোধ ও উত্তেজনায়ই এই গ্রন্থ [illegible] এব তিনিই [illegible] হু অন্বেষণে

আমরা কবির জীবনী প্রাপ্ত হই নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে যদি কোন বৃত্তান্ত পাই, তাহাও গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। আমরা গ্রন্থাগর্ত দুরুহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ অপর একটী পরিশিষ্টে প্রদান করিব। ইতি—

ফরিদপুর,
শ্রাবণ,

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র,
প্রকাশক ও সম্পাদক।

সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ ।

(১)

পামর মনতুহুঁ কাহে করু হা হুতাশ ?
কাহেক ছোড়ত দীঘল নিশোয়াস ॥
আঁখিলোরে ভাসত কাহে দিন রাতি ।
কাহে হিয়া দপদপি কাহে ফাটে ছাতি ।
বুঝলু তুহুঁক মরম অব মন মে ।
বিখয় ভুজঙ্গম দংশল মরমে ॥
বিখম বিখে তনু ভৈগেল বিথার ।
তঁহিছে করহ তুহুঁ ইহ হাহাকার ॥
কাহে নাহি ডাকহুঁ ওঝা মূঢ় মন ।
নদীয়ামে বৈঠত ওঝা মিশ্রনন্দন ॥
হরিনাম মন্তরে যব সোই ঝাড়ে ।
ভাগত ভুজগ, বিখ যাউ দূরে ॥
বিখ-বৈদ্য পহুঁ করুণাক সিন্ধু ।
কব তাহে চিহ্নব দীন জগবন্ধু ॥

(২)

বুঝলুরে মন, ভেলত বোখার ।
দারুণ তাপ জনু দগধ অঙ্গার ॥

ঘন ঘন বহত তপত নিশোয়াস।
দূর নাহি হোয়ত দারুণ পিয়াস॥
খীণ বহত নাড়ী বিখম বিকার।
হরলহু গেয়ান, পরলাপ সার॥
রে মন ভোগথি ভব রোগে কাহে
পায়ব সোয়াথি শুন কহি যাহে॥
হরিনাম ঔখদ ভকতি অনুপানে।
পান করহ ব্যাধি করব পয়ানে॥
কিন্তু জগবন্ধুক বিখয়-রোগে।
হরিনাম ঔখদ না মিলই ভাগে॥

মনঃ শিক্ষা।

মঙ্গলাচরণ।

জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ববেদ অগোচর।
নিত্যানন্দ চন্দ্র জয়, করুণা-সাগর॥
অদ্বৈত আচার্য্য জয়, ভক্তের জীবন।
কৃপাদৃষ্টে চাহ, প্রভো, আমি অভাজন॥

(শ্রীগৌরাবতারের মহিমা বিষয়ক।)

রে মন,[১] গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া[২] ঘরে ঘরে॥
ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত যে দুলহ[৩] প্রেম, জগতে ফেলিল ডালি[৪]।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া,[৫] বাজাইল[৬] করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া, খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া, কবাট হানিল দ্বারে[৭]॥
এ তিন ভুবন[৮] আনন্দে[৯] ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥ ১॥

(১) এমন (২) যাচিঞাগে (৩) দুর্ল্লভ (৪) ঢালি (৫) খাইয়া খাইয়া (৬) নাচি দিল (৭) ঘরে (৮) ভুবনে (৯) আনন্দ।

রে মন, শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম, অতি অদভূত, শ্রুত হৈত কার কাণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের সগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর।
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা[1] আস্বাদ[2] হইত কার ॥
কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস যশঃ চমৎকার।
তার অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার ॥*
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয়া তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী-সীমা, কার অবগতি ছিল এত ॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি[1]।
বেদ[2] বিধি অগোচর, প্রেমের বিকার, প্রকাশে জগত ভরি ॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিঞা দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে[3] অন্তরে ধরি দে দোল[4] ॥২॥

ভাইরে ভজ গোরা চাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরাবড় পতিত-পাবন ॥
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি লেশ, বলতার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত ভেলতায় ॥

---

(১) মাধুরিম৷ (২) প্রবেশ—ইতি পাঠান্তর।

অলৌকিক সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইত সেরূপ

[illegible]—স্তম্ভ, স্বেদ,

হেম[1]-জলদ-কায় প্রেমধারা বরিখয়ে[2] করুণা ময় অবতার*।
গোরা হেন প্রভু পাঞা, যেজন শীতল নৈল, কি জানি কেমন মন তার॥
কলি ভব সাগরে, নিজ নাম-ভেলা করি, আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে, এ প্রেমানন্দেরপরিহার॥৩॥

রে মন বলরে গোবিন্দ নাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবেক কাম॥
কালি যে করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা করনা ভাই।
আজি যা করিবা, তা কর এখনি কি জানি কখন যাই॥
এহেন কলিতে, মানুষ জনম, এমন আর বা কাতে॥
হরি নাম দিঞা, জগত তারিলা, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাতে॥
সে তিন যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া গৌর হরি বল, যুগের ধরম দেখ॥
রসনা বদন বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইতে, কার বা এ অপচয়॥
শমন-কিঙ্কর আঙ্গুল গণিছে, জাননা কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে॥৪॥

(১) হেম (২) বরিষয় পাঠান্তর।

* শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করুণার আকর। স্বর্ণবর্ণ মেঘের রূপ যাঁর শরীর, অর্থাৎ গৌরাঙ্গরূপ মেঘ পাপতাপদগ্ধ কলির জীবকে শীতল করিবার জন্য নাম প্রেমরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

ওরে মন, কেনে ভুল সংশয় ভাবিতে।
শ্রীনন্দ নন্দন হরি, গেলা কিনা মধুপুরি,
সন্দেহ নারিছ ঘুচাইতে॥
যদি বল নন্দাত্মজ, সে কেনে ছাড়িবে ব্রজ,
কখন না যায় অন্য স্থানে।
যে হৈতে অক্রুর আইল, কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়াগেল,
কে আর রহিল বৃন্দাবনে॥
রাধিকার প্রাণনাথ, সর্ব্বদা গোপীর সাথ,
যদিবল বিহারে ব্রজেতে।
তবে কেনে গোপীগণ, বিরহে ব্যাকুল মন,
দুতী পাঠাইলা মথুরাতে॥
কৃষ্ণ যে উদ্ধব দ্বারে, প্রবোধিলা গোপীকারে,
মহিষীর কোলে সদা কাঁপে।
রাধিকা স্মরণ করি, নেত্র অশ্রু জলে ভরি,
ক্ষণে মূর্চ্ছা বিরহ সন্তাপে॥
কুরুক্ষেত্রে দুইজনে, যাঁর যে আছিল মনে,
সব দুঃখ নিবারণ কৈল।
জানিয়া রাধার মর্ম্ম, বুঝাইলা নিজধর্ম্ম,
কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীতি হইল॥
কালিন্দী কর্ণিকা শ্যাম, অভেদ একইধাম,
কেন ইথে ভিন্ন ভেদকর।

তিন বাঞ্ছা অভিলাষী,* এবে নবদ্বীপে আসি,
রাধা ভাব কান্তি, অঙ্গিকরি ।†
নিজেকরি আস্বাদন, শিখাইল ভক্তগণ,
বিস্তার করিল জগভরি ॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে, কহ কহ তবে কেনে,
ছাড়া কিসে মথুরা নগর ।
প্রেমানন্দ কহে মর্ম, রাধা কৃষ্ণবৃন্দাবন,
এক ঠাঁই শ্রীগৌর সুন্দর ॥৫।

(সাধন-তত্ত্ব বিষয়ক ।)

রেমন, ভাবিয়া দেখনা ভাই ।
বলকি সাধনে, কোথা বা পাইবা, সিদ্ধির কোন বা ঠাঁঞি ॥
নন্দের নন্দন ভজন করিতে, শচীর নন্দন সে ।
যত গোপীগণ‡ মহান্ত হইল, সে খানে আর বা কে ॥
ব্রজলীলাপর, কোথা এতদিনে, কেবল প্রকট এথা ।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা, এখন আর বা কোথা ॥

---

* ভাব, কান্তি, বিলাস।—বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ডে দ্রষ্টব্য ।

† চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে রাধার রূপ ও ভিতরে রাধার ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন ।

‡ স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিবানন্দসেন রামানন্দ বসু, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দানন্দ ও ইঁহাদের পার্ষদগণ পূর্ব্বলীলায় গোপীগণ। এই সকল মহাত্মাই চতুঃষষ্টী মহান্ত নামে নবদ্বীপলীলায় প্রসিদ্ধ ।

যদি বল ব্রজে চলিলেই হয়, কহ কে দেখয়ে যাই।
ব্রহ্মার দিবসে, তেঁহ একবার, আর কি এমন পাই ॥
তবে বল যদি নিত্য ভাবে স্থিতি, নিত্য বা বলহ কারে।
ব্রজ নবদ্বীপ এ দুই বিহার, কি ভজ ইহার পরে ॥
নিত্য লীলা যত, আছয়ে বেকত, বিচারি কেন না চাও।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তাহে অনুভব, সকল কালে যে পাও ॥
এখনি সাধন সিদ্ধিও এখনি, ভাবের গোচর সে।
এখনি তা যদি, দেখিতে না পাও, মরিয়া দেখিবে কে ॥
মরণ জীবন, এখনি সাধহ, এ দেহে গেলেকি পার।
বহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে, এ তনু বুঝেকে' সার ॥ ৬ ॥

অরে মন, তৃণ দন্তে করি নিবেদন।
পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া, গোপীকার ভাব লৈয়া, সেব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ব্রজে বৃষভানুপুরে, জাবট ও নন্দীশ্বরে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা বৃন্দাবন।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, আপনার নিজাভীষ্ট, অনুগত রহ অনুক্ষণ ॥
পূর্ব্বরাগ আদি ক্রমে, যে রস যে লীলা স্থানে, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগানু সারে।
সে সুখে সে দুঃখে দুখী, হইবে সময় দেখি, সেব সদা চিন্তিয়া অন্তরে।
রস কথা আলাপনে, তাহাতে পাতিয়া কাণে, বসতি করহ সখী মাঝে।
প্রেমানন্দ কহে চিত, আপনাকে সশঙ্কিত, সতত থাকিবে সেবা কাজে ॥ ৭

রে মন, বিচারি কহনা ভাই।

এ তিন ভুবনে, সবাই ভাবেন, কত জনা কত ভাবে।
ব্রজের নিগূঢ় রস এ দুর্ল্লভ, সবার গোচর কবে ॥
দেখ কি সাধন, কৈল গোপীগণ কি প্রেম কেমনে জানি।
শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমে, সীমা না পাইয়া, আপনে হইলা ঋণী ॥
গোপী অনুগত, বিনা কে জানিবে, যুগল মধুর রস।
আপন চিনিয়া, সাধিতে পারিলে, বুঝিতে পারিবে যশঃ ॥
সাধন ভজন মিছা চলাইছ, স্বভাব ছাড়িতে নার।
গুমান ত্যজিয়া, ভজিতে নারিলে,[1] কিসে এ বড়াই কর ॥
ব্রজে পরকীয়া, মর্ম্ম না জানিয়া, যদি বা ভাবহ কাম *।
কহে প্রেমানন্দ, ব্রজ ভাবি সেহ, শেষে যাবে অন্য ধাম ॥ ৮ ॥

ওরে মন সখীভাব ধরিয়া অন্তর।
রাধা কৃষ্ণ লীলা সেবা দুহুঁ রূপ রাত্রি দিবা,
চিন্ত, না হইও অবসর ॥
যমুনা পুলিন বনে, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত স্থানে,
বংশীবট এধীর সমীরে।
কদম্ব কুসুম বনে, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে,
নিধূবনে নিকুঞ্জ মন্দিরে ॥

---

(১) নারিবে—পাঠান্তর।

* কবির ভাব এই যে গোপীর পরকীয়া রতি বিশুদ্ধ প্রেম, কাম নহে। চৈতন্ত চরিতামৃত কাম প্রেমের প্রভেদ দেখ।

যে সময় যেন লীলা, যে রস কৌতুক খেলা,
শ্রীগুরু মঞ্জরী অনুগতি।
তাম্বুলে চামর ব্যাজ, ঘনসার মলয়জ,
রহ বাস ভূষণ সেবাতি॥
ললিতাদি সখীগণ, বেষ্টিত সে দুই জন,
হাস্যরস সুবেশ ভূষণে।
প্রেমানন্দ কহে মন, এ আনন্দ অনুক্ষণ,
এই শোভা কর নিরীক্ষণে॥ ৯।

ওরে মন হেন দিন হবে কি আমার।
সংসারে না কর রতি, গোপীভাবে ব্রজে স্থিতি,
করি সেবা করিবে দোহার॥
শ্রীদেবী ললিতা সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
করি কবে করুণা ঈক্ষণে।
জানিয়া কিঙ্করী নিজ, চামর ব্যজন স্থজ,
নিয়োজিত তাম্বুলে সেবনে॥
শ্রীবিশাখা দেবী মোরে, আজ্ঞা দিবা নেত্র দ্বারে,
দোঁহাকার দুকুল সেবায়।
সুচিত্রা কখন ছলে, কৃপাস্মের দৃগঞ্চলে,
কেশ বেশ সেবাতে [illegible]য়॥

রঙ্গদেবী সখি হাসি, নিজ অনুচরী বাসি,
আজ্ঞাদিবে গন্ধাম্বু লেপনে ॥
সুদেবী করুণা করি, এ দাসীরে হাতে ধরি,
দেখাবেন সুতৈল মর্দ্দনে।
তুঙ্গবিদ্যা দাসী জ্ঞানে, সঙ্গীতের রাগতানে,
শিখাইবে নৃত্য করায়নে ॥
কবেইন্দু রেখা সখি, কৃপায়ে অপাঙ্গে দেখি,
ভাণ্ডারে করিবে নিয়োজিত।
প্রেমানন্দ কহে বিধি, এই কয় ভাবসিদ্ধি,
করি মোর পূরাবে বাঞ্ছিত ॥ ১০।

ওরে মন, কি লাগি সন্দেহ কর ভাণ'।
ব্রজভূমি, বৃন্দাবন, যমুনা পুলিনবন,
কৃষ্ণের বিহার এই স্থান ॥
সাক্ষাতে দ্বাদশ বন,* আর গিরি গোবর্দ্ধন,
আর স্থান গোকুল জাবট।
শ্রীকৃষ্ণ মানস নদী, নন্দীশ্বর পুর আদি,
দাদঘাটী আর বংশীবট ॥
ইহা দেখি কহ পাছে, আর বৃন্দাবন আছে,
কোথা আছে আর নিরূপেতে।

দেখিয়া নহিল দড়, যে না দেখ তাই বড়,
কি ভজনা না পারি বুঝিতে ॥
ভূমি চিন্তামণি যেই, ভাবের গোচর সেই,
কেবা কতি দেখিল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত, কে অন্ত করিবে কত,
বেদ বিধি না পারে কহিতে ॥
যদি আর বৃন্দাবন, থাকে থাকুক অরে মন,
দেখ এই অতি পরিপাটী।
কৃষ্ণ গোপ অভিমান, চিন্তামণি যেই স্থান,
কাহা তাঁহা কাদা ধুলা মাটী ॥
গোদোহন বাল্য খেলা, গোচারণ গোষ্ঠলীলা,
গোপ গোপী সঙ্গে যে বিহার।
দান নৌকা পুষ্পতোলা, মধুপান পাশা খেলা,
জলক্রীড়া বংশীচৌর্য্য আর ॥
সূর্য্যপূজা দোল ঝুলি, যে করিলা রাসকেলি,
বন বিহারাদি এই ধামে।
এই সাধ্য সাধন, ইহাতেই ডুব মন
এক দণ্ড না কর বিশ্রামে ॥
এই নন্দ সুতে প্রীত, এই ধামে সুনিশ্চিত,
এই বৃষভানুজার পায়।
ললিতা বিশাখা আদি, সখীর অনুগা সাধি,
প্রেমানন্দ আর নাহি চায় ॥ ১১ ।

রে মন, পামর-মন ভুলরে।
শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥
পীতাম্বর ঘনশ্যাম, হৃষিকেশ রাধানাম, এক রসিকবর হরে।
গোবর্দ্ধনধর, ধরণী সুধাকর, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥
কালিয় দমন, অঘাসুর ঘাতন, গোলকপালক দামোদরে।
গোপাল গোবিন্দ, দ্বারকেশ জনার্দ্দন, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥
হে হরি কেশব, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, পুণ্ডরীকাক্ষ্য মুরারে।
গোকুল চন্দ্র, মুকুন্দ মাধব, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥
পতিত উদ্ধারণ, পামর তারণ, ভকত বৎসল সংসারে।
দেবকীনন্দন, দুষ্টবিনাশন, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥
দুঃখী করুণাকর, দীনদয়ানিধি, মথুরেশ ব্রজনাথ হরে।
কহে প্রেমানন্দ, অহর্নিশি ফুকারি, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে॥ ১·

(সংসার অনিত্য ও অসার—কেবল ধর্ম্মই নিত্য ও সার।)

ওরে মন, শুন শুন তু[১] অতি দুর্ব্বার।
শত সন্ধি জর জর, পেয়ে এই কলেবর,
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর॥
মারাত্মক[২] ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত,
কি [illegible]

(১) হে [illegible]

ঐ আমি আমার বলি, নিজ প্রভু পাসরিলি,
শমন কিঙ্কর দেখি হাসে ॥
যে দেহ আপন জ্ঞানে, যত্ন কর রাত্রি দিনে,
বসন ভূষণ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান, যবে হবে অন্তর্দ্ধান,
ভস্মকীট কৃমি অবশেষ ॥
নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর দ্বার ধন,
স্ত্রীপুত্র বান্ধব থাকে কতি।
ইহাতে নালাগে ধন্দ[1] তবু কার্য্যকর মন্দ,
না চিন্তিয়া[2] আপনার গতি ॥
নিতি নিতি জীয় মর, ইথেনা বিচার কর,
এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, ভজকৃষ্ণ পদ দ্বন্দ,
মায়া পাশ ঘুচিবে গলার ॥১৩॥

ওরে মন, কিসে কর দেহের গুমান।
মৈলে দেহের যে অবস্থা, নহ কি তাহার জ্ঞাতা
দেখিয়া শুনিয়া নহে জ্ঞান ॥
ভূষণে ভূষিত যেই, পচিয়া মরিবে সেই,
পোড়ায়ে করিবে নহে ছাই।
কুকুর শকুনি শিবা, বেড়িয়া খাইবে কিবা,
কিংবা কৃমিকীট[3] না এড়াই ॥

---

১) বন্ধ (২) না চিন্তিলা (৩) ইত্যা।

লক্ষ্যে লক্ষ বর্ষ যারা, কেহ নাকি আছে তারা,
এবে কলি কি আয়ু তোমার।*
চরাচর দেখ যত, সকলি হইবে হত,
ধনজন সম্পদ সম্ভার[১] ॥
কৃষ্ণ হৈতে জন্ম তোর, মায়াতে ভুলিয়া ভোর
চুরি দারি প্রবঞ্চ বচনে।
আপন উদ্ধার পথে, তিলে দৃষ্টি নাহি তাতে,
নরকের যাত্রী[২] রাত্রিদিনে ॥
চারি যুগে ত্রিভুবনে, ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানে,
সত্য সত্য কৃষ্ণ মাত্র সার।
স্মৃতি ছাড়ি কৃষ্ণ পদে, ডুবিলে[৩] সংসার নদে[৪],
এসুখ লুটিবে[৫] যমদ্বার ॥
কহে প্রেমানন্দ দাস, দন্তেতৃণ গলেবাস,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অরে ভাই।
যদি কৃষ্ণবল বক্ষে, ফুকার করয় শাস্ত্রে,
ত্রিভুবনে তার সম নাই ॥১৪॥

রে মন, তুমি বা ভুলিছ কি সে।
তোমারে দেখিয়া, শমন কিঙ্কর, হাত তালি দিয়া হাসে॥

---

* সত্যযুগে মনুষ্যের লক্ষবর্ষ পরমায়ু ছিল, কিন্তু সত্যযুগের কোন মনুষ্য কি এখন জীবিত আছে [illegible] মাত্র ১২০ বৎসর, সুতরাং পৃথিবীতে তোমার [illegible]

(১) বা আ[illegible]

রাত্রিদিনে কত, অসত পচাল, শ্রীকৃষ্ণ কহিতে নার।
এমন[১] দুর্লভ জনম পাইয়া, কিসুখে বা কাল হর[২] ॥
ধনজন যত, আপন বলিছ, কে তোর যাইবে সাথে।
গায়ের গুমানে, পিছুনা গনিলি, ঠেকিলি শমন হাতে ॥
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিলি, অসারে জানিলি সার।
আপনার মাথা ,আপনি ভাঙ্গিলি, বলনা এদোষ কার ॥
এখন তখন কখন কি জানি, হাসিতে খেলিতে পড়ি।
এসুখ স্মরিবে, গলায় যখন, চড়িবে চামের দড়ি ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, শমন তরিবে সুখে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিলে, কালি চূণ তোর মুখে ॥১৫॥

রেমন, আর কি মানুষ হবে।
ভারত ভূমিতে জনম লভিয়া, সে কাজ করিলি কবে ॥*
প্রথম জননী কোলেতে কৌতুক, নাহি ছিল জ্ঞান আর।
শিশুর সহিতে, খেলিয়া বেড়ালি, পৌগণ্ড এমতি পার ॥
কামিনী কাঞ্চন, অনর্থ হইল, সে মদে হইলি ভোর।
বুঝিতে নারিয়া কামিনী সাপিনী মাতিয়া রাখিলি কোর ॥
সুতসুতা লৈয়া মগন রহিলি, ভুলিয়া পূরব কথা।
মায়ের উদরে. কত না কহিলি, যখন পাইলি ব্যাথা ॥

(১) কখন (২) এক্ষেপগার— পাঠান্তর।

* যে কাজ করিলে জন্ম মরণ নিবারণ হয়, সেই কাজ এখানে বুঝিতে হইবে।

চতুর্থে * * আসিয়া, জরায় ঘিরিল, সামর্থ্য হইল হীন।
তবু তোর মোর, না ঘুচে বচন, শমন গনিছে দিন ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া, হরি হরি বল, নিকটে শমন ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে নাম লইলে, শমন-গমন নাই ॥১৬॥

অরে মন, দেখিশুনি না বুঝ আপনা।
কেবা তুমি কোথা হৈতে, জন্মিয়াছ জীব কাতে,
কে ঘটায় সকল ঘটনা ॥
গর্ভে ঘোর যন্ত্রনাতে, কে রক্ষা করিল তাতে,
কে ক্ষীর রাখিল মাতৃ স্তনে।
অজ্ঞান, এমনস্তন, ধরিদুগ্ধ কলিপান,
কোথা পালি এ সব সন্ধানে ॥
একামাত্র আলি হেথা· স্ত্রীপুত্র বা ছিল কোথা,
এবে কিসে করহ জপনা।
আমি বল যেই দেহ, হেথায় পড়িবে[1] সেহ,
কেবা আর[2] হইবে আপনা ॥
কার হৈয়া কার বল, নিজ প্রভু কেনভুল,
তিন লোকে বন্ধু মাত্র সেই।
কহে প্রেমানন্দ মন, ভজ কৃষ্ণ শ্রীচরণ,
মায়া বন্ধ ধাঁ ধাঁ যাবে এই ॥১৭॥

(১) বহিবে (২) তোর পাঠান্তর।
* * বাল্য প্রথম, পৌগণ্ড দ্বিতীয়, যৌবন তৃতীয় ও বার্দ্ধক্য চতুর্থ ইত্যর্থ।

ওরে মন কি রসে হইয়া রলি ভোর।
কি বলিবা এলি সেথা, কি কাজ করিলি হেথা,
তিলেক চেতনা নাহি তোর ॥
পুত্রদারা সম্পদ, জীবন যৌবন মদ,
যে কর সে সকলি অসার।
জলবিন্দু কতক্ষণ, তেমতি জানিহ মন,
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ মাত্র সার ॥
যে দিন যে গেল যায়, যা আছে সামাল তায়,
কালদূত দাঁড়াইয়া পথে।
ছাড়িয়া অন্যথা কাম, বল রাধাকৃষ্ণ নাম,
কভু দেখা না হবে তা সাথে ॥
আজ্ঞাকারী ব্রহ্মাহর, সহ শমন-কিঙ্কর,
সুরমুনি যে পদ ধেঁয়ায়।
হেন কৃষ্ণ পদ ছাড়ি, গলে দিয়া মায়া দড়ি,
দুঃখ দেহ কেনরে আমায় ॥
প্রেমানন্দ কহে ভাই, কৃষ্ণ বিনা গতি নাই,
ভজ কৃষ্ণ-চরণার বিন্দে।
সংসার সাগরে পড়ি, কেন কর কাড়ুবাড়ি,
কহ কৃষ্ণ তরিবে আনন্দে ॥১৮॥

রে মন, এখন কর কি কাম।
জাননা কি বলি শমন খাতায়, লিখিয়া এসেছ নাম ॥

উলটি পালটি নাড়িছে দেখিছে, যখন ফুরাবে জমা।
অভ্রম করিয়া, বাঁধিয়া লইবে, বুঝিয়া দে ভাই ক্ষমা ॥
গলে দড়ি দিয়া, নরকে ডুবাবে, যখন দেখিবে পাপ।
যদি না থাকয়ে, আদরে গৌরবে, সে তোরে বলিবে বাপ ॥
হশুনা এখানে, রাজাকি দেওয়ান, ধনীন কুলীন মানী।
তা বলি আদর, তোমার না হবে, আপনা সামাল জানি ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, কি ছাড় সুখেতে ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে, এ বড় সুলভ তোর ॥১৯॥

রে মন, বদনে বলহ হরি হরি।
হেলায় জনম বিফলে গোঙালি, দেখনা কখন মরি ॥
মদনে চঞ্চল, প্রমত্ত হইয়া, সদাই কুপথে ধালি।
পূরব স্মরিয়া, বুঝ না তুমি কি, ইহাই করিতে আলি ॥
ব্যাপারে আসিয়া, মূল হারাইছ, তল্লাস করি না চাও।
ঠকের সহিতে, যে তোর মিতালি, কবে বা সে বোধ পাও ॥
জাননা নরকে, ফেলিয়া পচাবে, অন্তক যাহার নাম।
এখন তখন, কখন আসিয়া, গলায় বাঁধিবে চাম[১] ॥
ভারত-ভূমেতে,[২] মানুষ জনম মন আর কবে হবে।
ইহাতে না হৈল, তখন কি হবে, শৃগাল কুকুর যবে ॥
বল হরি হরি .শমনে রাখহ. তাহারে করহ রাজি।
কহে প্রেমানন্দ, ইহাতে যে ভুলে, সে মেনে বড়ই পাজি ॥২০॥

---

(১) দাম (২) ভুবনে—পাঠান্তর।

ওরে মন, শুন শুন তু বড়ি গোঁয়ার।
ছাড়িয়া সন্তের সঙ্গ, সদা কর রসরঙ্গ,
পরিণাম না কর বিচার ॥
কামাদির বশ হৈয়া, সদা ফির মত্ত হৈয়া,
জাননাকি অক্ষয় অমর।
দণ্ডকর্ত্তা আছে যেই, দণ্ডেদণ্ডে লিখে সেই,
তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব্ব তোর ॥
প্রখর শাসন তাঁর, যেবা কন্যা পুত্রদার,
পাল যারে আপন জানিয়া।
যবে কাল বাঁধি লবে, এ দেহ পড়িয়া রবে,
দেখি মুখ রহিবে ফিরিয়া* ॥
করিয়া বাহির বাটী, গৃহে দিবে ছড়া ঝাটি,
স্নান করে পবিত্র লাগিয়া।
যাহারা আপন ছিল, তারা অনাদর কৈল,
এবে কেনে মত্ততা লইয়া ॥
কহে প্রেমানন্দ চিত, যদি চাহ নিজ হিত,
কৃষ্ণ কহ প্রতি শ্বাস শ্বাস।
কৃষ্ণ জগতের কর্ত্তা, কৃষ্ণ তিন লোক ত্রাতা,
ভজি কৃষ্ণ কাট কর্ম্ম ফাঁস ॥২১॥

ওরে মন কিছু বোধ নাহিক তোমার।

না চল[২] সতের মত, নীচ সঙ্গে সদা রত,

সংসার জানিছ কিবা সার॥

মত্ত হৈয়া ধনে জনে, পরকাশ[৩] নাহি জ্ঞানে,

মিছা কাজে কেন কাট আই।

যবে আসি কাল দূতে, বাঁধিবে গলায় হাতে,

তবে দিবা কাহার দোহাই॥

স্ত্রী পুত্র বান্ধব যারা, দাণ্ডায়ে দেখিবে তারা,

দণ্ডেক রাখিতে শক্তি নারে।

বস্ত্রাদি লইবে টানি, সঙ্গে মাত্র দিবে কানি,

জন্মাবধি পোষহ যাহারে॥

কারা তব মাতা পিতা, অসময়ে কেবা ত্রাতা,

কার লাগি ঝুর রাত্রি দিনে।

এমন বিপত্তি কালে, যাঁর নামে তরি হেলে,

হেন প্রভু নাহিক স্মরণে॥

ছাড় সব ধাঁধাঁ বাজি, শমনে করহ রাজি,

হরি হরি কহ অবিশ্রাম।

প্রেমানন্দ কহে ভাই, হরিনামে গতি নাই,

ভজ হরি ত্যজ অন্য কাম॥২২॥

(২) বল (৩) পরকাল পাঠান্তর।

। আজন্ম যাহারা তোমার পোষ্য।

রে মন, বুঝিয়া বুঝিতে নার।
সেখানে কি কথা, কহিয়া আইলি, এখানে কি কাজ কর ॥
কি সুখে ভুলিছ, পাছু না গণিছ, শমন দেখনা পাছে।
যখন মরিবে, কেহ না জানিবে, শতেক থাকিলে কাছে ॥
যত পরিজন, যতনে পালিছ, মাথায় বহিয়া ভারা।
দিবস রজনী, ভাবিতে গণিতে, আপনি হইলি সারা ॥
চুরি প্রবঞ্চনা, কত না করিছ, যাদের সুখের লাগি।
যখন এ পাপে, নরকে ডুবিবে তখন কে তোর ভাগী ॥
কোথা হৈতে আসে, কোথা বা কে যায়, দেখনা কে কার সাথি
কিসে সে আপন, হইল কখন, তোমার আমার তাথি ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, এ তিন লোকের বন্ধু।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রভাবে, তরিবে এ ভব-সিন্ধু ॥২৩॥

রে মন, এ তোর কেমন রীত।
আপনা খাইলি, পাছু না চাহিলি,
কিছু না গণিলি হিত ॥
সংসারে আইছ, উদর পূরিছ,
সুখেতে শুয়েছ খাটে।
দেখনা শমন, করিতে দমন,
চর বসায়েছে বাটে ॥
সময় পাইবে, আসিয়া লইবে,
বাঁধিয়া চামের দড়ি।
...ক [illegible]র কি বোঝা কৃষ্ণ নাম ॥

* হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

এ ধন সম্পদ, করিছ আমোদ,
ইহা বা রহিবে কোথা !
কি লৈঞা যাইবে, ইহা কে খাইবে
এ সুখ দিবেক তথা ॥
যে তোর আপনা, করিছ জপনা,
এ আর কারে না পাও।
ভাবিয়া দেখনা, যেমন বেদনা,
আহার যাহার খাও ॥
ছাড়ি কুটি নাটি, হাতে ধর লাঠি,
হরি হরি বল মুখে।
কহে প্রেমানন্দ, এ বড় আনন্দ,
শমন তরিবে সুখে ॥২৪॥

ওরে মন ভালসে ভরসা কৈন্থু তোর।
পূরব যতেক কথা, সব ঘুচাইলে হেথা,
কি সুখে হইয়া রলি ভোর ॥
কামাদি শত্রুরগণে, মিশাইয়া তার সনে,
সতত করহ টানাটানি।
আপনার নিজ কাজ, তাহাতে পাড়িলি বাজ,
অসতকে সত বলি জানি ॥
[illegible]
[illegible]

অসৎ চেষ্টা কুটি নাটি, করি কেন খাও মাটি,
কেবা তুমি আপনাকে চিন।
যার সুখে চুরি করা, সবে এড়াইবে তারা,
তুমি আমি কভু নহি ভিন।
কৃষ্ণ প্রেম সুধা নিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
যার আগে মোক্ষাদিও ছার।
কহে প্রেমানন্দ দাস, পূরাহ মনের আশ,
পাগলাই না করিহ আর ॥২৫॥

ওরে মন ধিকরে তোমায়।
পাইয়া মানুষ জন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণ কর্ম্ম,
বৃথা দিন গেলরে হেলায় ॥
কতেক সুকৃতি ফলে, মানুষ উত্তম কুলে,
তাহাতে ভারত বর্ষে জন্ম।
ধন্য কলিযুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাতে,
প্রকাশিলা নাম মাত্র ধর্ম্ম* ॥
পায় ধরি ছাড় ভ্রম, কিছুই না পরিশ্রম,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম।
কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না আলিস জ্ঞান,
একি ভার কি বোঝা কৃষ্ণ নাম ॥

* হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,
হেন জন্ম না হইবে আর।
কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে,
কোটিকল্পে নাহিক নিস্তার ॥২৬॥

রে মন, তুমি সে অবোধ বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পার দড় ॥
কে সার অসার, না কর বিচার, কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি, আপন কাজেতে বাজ ॥
এ ধন এ জন, আপন ভাবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়, না জান আপন মূল ॥
দেখনা জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তার বাধা।
কিসের কারণ, এতেক আরতি, খাটিয়া মরিছ গাধা ॥
দিবস রজনী, তিলে না বিরাম, গণিছ পড়িছ কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন তারে কি উত্তর দিবা ॥
বদন ভরিয়া হরি হরিবল, বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে, আপনি দিবে সে ভঙ্গ ॥২৭॥

রে মন, তোর কি রকম কু।

কু যোনি যতেক, ভ্রমিয়া কতেক;
পাইছ মানুষ দেহ।
সুখের আলসে, হরি না বলিলি,
বিফলে গোঙালি সেহ ॥
দেহের গুমানে, পিছু না গণিলি,
আপনা জানিলি যা।
তিলেকে গরব, হইবে খরব,
কোথায় রহিবে তা ॥
জান না শমন, হাতেতে দমন,
রুসিয়া বৈসাছে সে।
আসিয়া যখন, করিবে বন্ধন,
তখন রাখিবে কে ॥
করহ বিচার, আছে একবার,
মরণ এড়াবে কে।
হরি যে বলিল, আপন সারিল,
শমন জিনিল সে ॥
তোর পায় ধরি, বল হরি হরি,
সুস্থির করিয়াধী।
কহে প্রেমানন্দে, অধর আনন্দে,
যমকে ডর বা কি ॥২৮॥

ওরে মন, রুচি নহে কেন হরিনাম।
তবে জানি পূর্ব্ব জন্মে, আছে কত পাপকর্ম্মে,
তেলাগি বিধাতা তোরে বাম ॥

যদি অন্য কথা পাও, আঁটিয়া সাঁটিয়া কও,
হরিনাম লইয়া আলিস।
যদি শুন কৃষ্ণ কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা,
ঘুমে ঝুমে তল্লাস বালিস॥
যদি হয় অসত কথা, ঘুমেতে চিয়ায় তথা,
শুনিতে বাড়য়ে কত রতি।
নীচ সঙ্গে সদা বাস, সাধু জন দেখি হাস,
কুলটা বন্দিয়া নিন্দ সতী॥
শ্রাদ্ধদেব অধিকারী, ভাঙ্গিবে এ ভারিভূরি,
আসি দূত লইরে বাঁধিয়া।
কি গুমান কর দেহ, পচি গলি যাবে এহ,
ধনজন রহিবে পড়িয়া॥
যে সুখে হৈয়াছ মত্ত, বুঝি দেখ তার তত্ত্ব,
ইহা তোর রহিবে কোথায়।
আজি মর মর কালি, মরণ এ নহে গালি,
হরি হরি কহ দিন যায়॥
যে কৈলে সে কৈলে মন, এবে হও সাবধান,
ফিরে বৈস কে তোরে হারায়।
কহে প্রেমানন্দ সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
শমন জিনিয়া উঠনায়* ॥২৯॥

* ভবসিন্ধু পার [illegible]

ওরে মন, তোমার চরিত্রে লাগে ধন্দ।

তাই তোরে লাগে ভাল, যাতে নষ্ট পরকাল,
কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ॥

কুসঙ্গে অসত কথা, সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তথা,
সাধু সঙ্গ কাঁটা হেন জ্ঞান।
যদি দৈবে কভু হয়, তবে যেন বিঁধে গায়,
উষিখুষি করিয়া প্রস্থান॥

কৃষ্ণলীলা গুণ গান, যদি হয় কোন স্থান,
যদি বেড়ে পড় কোন দিনে।
থাকিতে কিঞ্চিৎ কাল, বাস হৈল কি জঞ্জাল,
বিশ্রাম করিলে জীয় প্রাণে॥

প্রহর বা দণ্ডপল, তাহাতে সর্ব্বস্ব তল,
ভাবি এই উঠি যাও চলে।
যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে, ছমাস বৎসর পরে,
সংসার কে রাখে সেই কালে॥

সৃষ্টি করিয়াছে যেই, অবশ্য পালিবে সেই,†
নহে কেন সংহার না করে।

---

† "যো কীট পতঙ্গ কো, আহার যোগাওত, পালক হ্যায় অহি একজনা।
কবি সত্য কহে, মন থির রহ, যিন্ দিন্‌হা দন্ত, সো দেগা চনা॥"
সামান্য কথায়ও বলে, "মুখ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি॥"

দেখ যাঁর আজ্ঞাবলে, মাটীকে ভাসায় জলে,*
চন্দ্র সূর্য্য উদয় যাঁর ডরে ॥†
সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মা আদি আজ্ঞাকর,
হেন কৃষ্ণ ভুল কেন ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
তবে কর্ম্ম-বন্ধন এড়াই ॥৩০॥

রে মন, তোরে বা বলিব কত।
শুনিয়া শুননা, জানিয়া জাননা,
না ছাড় আপন মত ॥
একাল গণিছ, পরে না ভাবিছ,
ভাবিছ আপনি বড়।
পিছু যে মরণ, আছে বিস্মরণ,
দেখনা কখন পড় ॥
জানকি অমর, এ বাড়ী এ ঘর,
এ মোর এ মোর কথা।
ক্ষণেকে সকল, হইবে বিফল,[১]
তুমি বা থাকিবে কোথা ॥
যে তনু আপন, তা নাকি কখন,

---

* বন্যার সময়ে শুষ্ক স্থলভাগকেও জলে ডুবাইয়া ফেলে; এই যে ব্যবস্থা ইহা ঈশ্বরের। অথবা যাঁহার (ভগবানের) ইচ্ছাক্রমেই স্থলভাগ জলে পরিণত হয়। এই শেষোক্ত প্রাকৃতিক কার্য্যটী পদ্মার ন্যায় প্রবলা নদীতে প্রায় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন অনেক কালের পয়স্তি ভূমি ভাঙ্গিতেছে; আবার যেখানে নদী ছিল, সেখানে চর পড়িতেছে।

† ভগবানের নিয়মানুসারেই চন্দ্রসূর্য্য পর্য্যায়ক্রমে উদয়াস্ত হইতেছে।

(১) বিকল—পাঠান্তর।

সংহতি করিয়া লবে।

তুমি বা কাহার, কেবা বা তোমার,

কে আর আপন হবে॥

এ ধন কামিনী, দিবস যামিনী,

আমোদে গোঙালি সব।

বদন ভরিয়া, হরি না বলিলা,

দণ্ডেক, পলক, লব॥

ওরে দুরাচার, না কর বিচার,

তরিতে শমন দায়।

কহে প্রেমানন্দ, হরিপদ দ্বন্দ্ব,

সদা ভাব, ভর কায়॥৩১॥

রে মন তুমি সে ভাবিছ কিবা।

না জানি এতেক, তুমি এ সংসারে, কতেক কাল যে জীবা॥

আপনা আপনি, জানিছ চতুর, গায়ের গরবে জোর।

এ কাল চাহিয়া, সে কাল হারালি, এ কোন চাতুরি তোর॥

ধনজন যত, আপনা জানিছ, এখন বুঝিছ ভাল।

কটীর কৌপিন, ছাড়িয়া চলিবে, যখন বাঁধিবে কাল॥

ভারত ভুবনে, মানুষ জনম, দেখনা কতেক শ্রমে।

এমন জনমে, হরি না ভজিলি, কুসঙ্গে হারালি ভ্রমে॥

শ্রীমৎভাগবত, শ্রবণের পথ, না কৈলি সতের সঙ্গ।

অসতে মজিয়া, দিবস গোঙালি, এ আর কেমন ঢঙ্গ॥

যে কেলি সে কেলি, শুনরে পামর, কি ছার সুখেতে রত।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বলি, আনন্দে ভাসিবে কত ॥৩২॥

ওরে মন, তুমি সে ডুবাও ভব কূপে।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, তোর বশ অনুক্ষণ,
স্বতন্ত্র না হয় কোনরূপে ॥
যে দেখহ দেখে নেত্রে, কাণে শুন তুমি সাথে,
যেখানে চালাও চলে গা।
যে কথা যে রসে রত, জিহ্বা লয় তার মত,
তুঁবিনু নড়িতে নার পা ॥
সেই কর পরিশ্রম, কেননা ঘুচাও ভ্রম,
ভাল মন্দ না চাহ ফিরিয়া।
কিবা নিত্য, কি অনিত্য, ভাবিয়া বুঝ চিত্ত,
বিষ খাও অমৃত ত্যজিয়া ॥
সাক্ষাতে না দেখ কত, মরি যায় শত শত,
ধনজন ফেলিয়া হেথাই।
জন্ম ভরি যত ক্লেশ, সব অকারণ শেষ,
সঙ্গের সম্বল কোথা ভাই ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, হও সেই ধনে ধনী,
ভরি লহ বদন কুটারি।
খাও বিলাও নাহি ক্ষয়, যম কিনো যাক্ ভয়,
ডঙ্কা পড়ুক ত্রিভুবন ভরি ॥

সাধুসঙ্গে নেওয়া দেওয়া, লাভেমূলে যাবে পাওয়া,
ঠক সঙ্গে না করিহ মেলা।
যদি কর ফল পাবে, লাভে মূলে হারাইবে,
প্রেমানন্দ কহে তবে গেলা ॥৩৩॥

ওরে মন, বৃথা কেনে কর্ম্মেরে দোষাও।
মানুষ উত্তম দেহ, ভারতবর্ষেতে সেহ,
ইহার অধিক কিবা চাও ॥
বিচারিয়া দেখ তন্ত্র, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মন্ত্র,
উপাসনা হইয়াছে তাই।
তাতে কলি যুগ ধন্য, ধ্যান যজ্ঞাধিক অন্য,
কৃষ্ণনাম বিনা ধর্ম্ম নাই ॥
কৃত কর্ম্ম কর ভোগ, বিধাতাকে অনুযোগ,
কে কবে অন্যায় করে কারে।
পাপ পুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত, এ জন্মে তা পরিচিত,
এবে যাতা এখনি বা পরে ॥
ভাবি দেখ কেবা কার, যে কর সে আপনার,
কারো কর্ম্মে কার নাহি যায়।
সংসার বিষের নাড়ু, কি বুঝি খাইছ ভাড়ু,
দেখ জীর্ণ কৈল সর্ব্ব কায় ॥
কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ, উলটি না দেখ পাছ,
কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া।
যমদূত দণ্ড হাতে, দাণ্ডাইয়া আছে পথে,
তারে বুঝি রৈয়াছ ভুলিয়া ॥

যদি জীতে সাধ হয়, কৃষ্ণনাম সুধাময়,
সে অমৃত সদা পিয় ভাই।
প্রেমানন্দ কহে তবে, সব বিষ জ্বালা যাবে,
মৃত্যু জিনি শমন এড়াই ॥৩৪॥

রে মন, তোমারে বলিব কি ?
সংসার বাসনা, যে শ্রম কেবল, ছাইতে ঢালিছ ঘি ॥
দিবস রজনী, লিখিছ পড়িছ, ভাবিছ গণিছ তাই।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, তিলেক বিরাম নাই ॥
চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর, নহে বা শতেক ওর।
ইহার ভিতরে, কখন কি হয় তা নাকি নিয়ম তোর ॥
এখানে যেমন সুখটী চাহিছ, দুঃখটী ভাবিছ ভয়।
মরিলে এ সুখ, কোথায় পাইবে, তা নাকি ভাবিতে হয় ॥
এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক, গরব করিছ যত।
হরি না বলিলে নরকে শমন, মজাইবে কল্পশত ॥
চরণেতে ধরি, মিনতি এ করি, হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে, এ ভব তরিয়া যাই ॥৩৫॥

রে মন, বুঝিতে নারিয়ে গেলা।
ভাবিয়া দেখনা এ ধন সম্পদ, কেবল ধূলারি খেলা ॥
লড়িয়ে বহিয়ে, সুখেতে ডুবিছ, বল কি খাইতে পাও।
এ মোর ও মোর, দিবস কতেক, পিছু না ছাড়িয়া যাও

অধনে[১] যতন, ধন না চিনিলি, কি মদে হইলি ভোর।
বিষয়ে মাতিয়া, অমৃতে ত্যজিয়া, গরলে আদর তোর ॥
হরিনাম ধন, অমূল্য রতন, অক্ষয় এ তিন কালে।
খাইতে বাড়িবে. সঙ্গে যে যাইবে, এ ধন হারালি হেলে ॥
আলস করিয়া, হরি না বলিছ, গায়ের গুমান যত।
যখন শমন, বাঁধিয়া লইবে, এ সুখ লুটিবে তত ॥
কু বুদ্ধি ছাড়িয়া, আপনা সারহ, হরি হরি বল মুখে।
কহে প্রেমানন্দ, এ কাল ও কাল, দুকাল গোঙাবি সুখে ॥৩৬॥

ওরে মন একি তোর অসতাই জ্ঞান।
আমি বড় বুঝি জানি, ধনীন কুলীন মানী,
আপনা আপনি অভিমান ॥
পরছিদ্রে কর রোষ, না লও আপন দোষ,
অহঙ্কারে সাধুত্ব জানাই।
ডুবদিয়া খাও জল, চিত্র গুপ্ত বলে ভাল,
ইহাতে নারবে চতুরাই ॥
ধন জন ঠাঙ্গরাল, এনা রবে কতকাল,
শতেক বৎসর মাত্র আই।
সেই নহে নিরূপণে, কোন দণ্ড কোন ক্ষণে,
হাসিতে খেলিতে কবে যাই ॥

(১)অধমে—পাঠান্তার। অধন অর্থ যাহা প্রকৃত ধন শব্দ বাচ্য নহে। যে ধন চিরস্থায়ী ও মহোপকারী, কেবল তাহাই ধন, আর সকলই অধন। অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকলই অধন।

রাজা কিংবা কোতয়াল, সবারে লইবে কাল,
ভুঞ্জাইবে যার যেই কর্ম্ম।
শমন তরিতে চাহ, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ,
কেন বৃথা গোঙাও এজন্ম॥
হীন হৈয়া আপনাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ মুখে,
অসত সঙ্গে না চলিহ আর।
প্রেমানন্দ কহে মতি, যদি কর পাপে রতি,
সুন্দর পাইবে প্রতিকার॥৩৭॥

ওরে মন, ধন জন জীবন যৌবন।
এই আছে এই নাই, চক্ষে কি না দেখ ভাই,
তুমি কি সে বলিছ আপন॥
নিশির স্বপনে যেন, এখন সম্পদ তেন,
তিলেকে সকলি হয় মিছে।
দেখিয়া না দেখ কেনে, শুনিয়া না শুন কাণে,
কি লাগি ছাড়িতে নার ইচ্ছে॥
কন্যা পুত্র যত ইতি, সেমরিলে যায় কতি,
কি জানি কোথায় তুমি যাও।
মিছা মোর মোর কর, রাত্রি দিন ভাবি মর,
পর লাগি আপন হারাও॥
কেবা আর অন্য পর, আপন এ কলেবর,
সে নাকি তোমার সঙ্গে যায়।

পাছু নাহি দেখ এবা, তোর লাগি কাঁদে কেবা,
কার লাগি কর হায় হায় ॥
যেবা হইয়াছে আয়ু, সে মাত্র নাসার বায়ু,
সরিয়া পড়িলে আর নাই।
কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল, নাহি তার কালাকাল,
কোথা থাকে যৌবন বড়াই ॥
এ সকল যার মায়া, তারে কেন ভুল ভায়া,
যাঁর নামে ত্রিভুবন তরে।
প্রেমানন্দ কহে যদি, কৃষ্ণ কহ নিরবধি,
তবে কি এজন কোথা মরে ॥৩৮॥

রে মন তুমিসে মূরখ বড়।
ধনজন পেয়ে, আমোদে রয়েছ, এই ভাবিয়াছ দৃঢ় ॥
কত ধনীজন, তোমার সাক্ষাতে, ছাড়িয়া মরিয়া গেল।
কেহ না তাদের, যেছিল তারাকি, কিছু বা সঙ্গেতে দিল ॥
পরে কি করিবে ষোড়শ বিরষ, তাহাতে হইবে পার।
শমন ভুবনে, বাঁধিয়া লইলে, ফিরান সে বড় ভার ॥
ভকতি মুকতি, কেমনে বুঝিবে, পীরিতি বচনে ডাক।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখিলে, আছয়ে বিস্তর পাক ॥
যে কর সে কর, আপন করণ, তাহাই তুমি সে পাবে।
বৃথা করিয়াছ, পরের ভরসা, কাহতে কিছু না হবে ॥
বদন ভরিয়া হরি হরি বল, এবেদ পুরাণ সার।
কহে প্রেমানন্দ, এবড় আনন্দ, যমকে ডর কি আর ॥৩৯॥

রে মন, তবে সে জানিয়ে তোরে।
শমন কিঙ্কর, আসিয়া দাঁড়ায়ে, রহিতে পার কি জোরে ॥
যখন আসিয়া, বুকেতে বসিয়া, কফেতে চাপিবে গলা।
এ তোর গুমান, কোথা বা তখন, কোথা বা রহিবে ছলা ॥
কহনা এরূপ, কোথায় থাকিবে, ভাঙ্গিয়া বসিবে বুক।
কোথা বা রহিবে আখির ঘুরাণি, বিকট হইবে মুখ ॥
তখন কি হবে, উঠিতে নারিবে, নালায়ে মাগিবে পানি।
যাদের সোহাগে, আপনা হারালি, সে মুখ ফিরাবে শুনি ॥
এদেহছাড়িয়া, যখন চলিবে, রাখিতে নারিবে তিলে।
জাননা গলায়, কলসি বাঁধিয়া, টানিয়া ফেলাবে জলে ॥
কহে প্রেমানন্দ, এমন সময়ে কেবল গোবিন্দ বন্ধু।
মুখ ভরি যদি, হরি হরি বল, তরিবে এ ভব সিন্ধু ॥৪০॥

ওরে মন, এবার বুঝিব ভারি ভুরি।
কুপিয়াছে সূর্য্য সুত, বাঁধিবে তাহারদূত,
যেমন ফির অসতাই করি ॥
যদি মোর বোল ধর, তবে মোরে রক্ষা কর,
যদি জয় করিবা শমন ;
কৃষ্ণ নাম-গড়[১] করি, সাধু সৈন্যে তাহা[২] ভরি,
তার মাঝে রহ অনুক্ষণ ॥

(১) গাড় (২) সাধুগণ সুর

ত্রিভুবনে যেই আলা, তিলক তুলসি-মালা
দৃঢ় করি ধর আগুয়ান।
দেখি হেট করি মাথা, সসৈন্যে সে যম ভ্রাতা,
ভঙ্গ দিয়া করিবে প্রস্থান॥
শ্রীগুরু করুণা ছায়া, চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া,
বসি থাক সানন্দ হৃদয়।
কৃষ্ণ নিত্য দাস বলি, সর্ব্বত্রে ফিরাওঢুলি,
প্রেমানন্দ কহে কারে ভয় ॥৪১॥

রে মন, বুঝিয়া বুঝিতে নার।
দিনে দিনে তোর, ভাটি কিউ জান, শরীরে কেন না হের॥
আগে হেন দেহে, পাথর ঠেলেছ, এবে দাণ্ডাইতে হেল।
শ্রবণ নয়ন, হীন দুরবল,[১] দশন কোথা বা গেল॥
রুধির শুকায়ে, বল লুকাইছে, বাতাসে হেলেছে চাম।
যত সন্ধিকল, ক্ষণেকে নড়িছে, যেমন শিরিস- দাম॥
তবু ঘুচিলনা, এ আমি আমার, ফিরি না চাহিলি পাছে।
এখন তখন, কখন কি হয়, শমন দেখ না কাছে॥
তুমি কত শত পোড়ায়ে এসেছ, বিবেক নহে কি তায়।
তোরে না আবার, অমনি পোড়াবে, দেখিনা বুঝিলি হায়॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি, সদাই অসতে ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, আবার কপালে, কি জানি কি আছে তোর॥৪২॥

(১) তারাও এমনি—পাঠান্তর

রে মন, কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি, তুই বা মানুষ কবে ॥
মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহে বা বদনে, কেন না বলহ, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম ॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, সারী শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এহয় কেমন মত ॥
দিবস রজনী, আবল তাবাল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কথন কেন কি, গোবিন্দ বলিতে নার ॥
ভজিব বলিয়া, কহিয়া আইলি, ভুলিলে কি সুখ পায়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবে যায়ে ॥
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায় ॥৪৩॥

ওরে মন, আর কি হইবে হেন জন্ম।
কি জানি কি পুণ্যফলে, মানুষ উত্তম কুলে,
হেলে যায় না বুঝিলা মর্ম্ম ॥
দেখ আয়ু সংখ্যা যত, নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গত,
চৌটি রোগ শোক অপকথা।
চৌটি বিত্তাধনে মানে, কাম ক্রোধ দুর্ব্বাসনে,[১]
হাস্য কৌতুকে গেল বৃথা ॥

---

১) দুর্ব্বাসনাতে।

সত্যত্রেতা দ্বাপরেতে, বহু আয়ু ছিল তাতে*,
বিনা সংখ্যা পূর্ণ মৃত্যু নাই।
কত করি পরিশ্রম, আচরিলু যুগধর্ম্ম,
ধ্যান যজ্ঞার্চ্চন ভরি আই॥
এবে কলি অল্প আই, শতেক বৎসর ভাই,
সেই দৃঢ় নহে নিরূপণ।
তা গোঙালি মিছে কাজে কি বলিবি কোন লাজে,
যবে তোরে সুধাবে শমন॥
এমন সুলভ কলি, যাতে হরে কৃষ্ণ† বলি,
হেন নামে না করিলি রতি।
প্রেমানন্দ কহে পুনি, এচৌরাশি লক্ষ যোনি,
ভ্রমাইলে কতেক দুর্গতি॥৪৪॥

ওরে মন, কি বা তুমি বিচারি না চাও।
কৃষ্ণ ভুলি এই পাপ, তেঞি তোর তিনতাপ, ‡
না না যোনি ভ্রমিয়া বেড়াও॥
তুমি কৃষ্ণ নিত্যদাস, কোথাগেল সে অভ্যাস,
ধনজন মদে হৈঞা আঁধে।
বিনা মূলে মায়া পাতি, দাস হৈঞা খাও লাথি,
শ্রদ্ধায়ে বচন দিয়া কাঁধে॥

---

* সত্যে লক্ষ বর্ষ, ত্রেতায় দশ সহস্র বর্ষ, দ্বাপরে সহস্র বর্ষ মনুষ্যের পরমায়ুছিল।

† কলির তারক ব্রহ্ম নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ইত্যাদি।

‡ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক।

এই মোর সদা ধন্দ, কও লক্ষ কথা মন্দ,
কৃষ্ণনাম লইতে আলিস।
থাকিতে রসনা তুণ্ড, যাও কেন নরক কুণ্ড,
ইহা হৈতে কি আর বলিস ॥
বৃথা ভবে নর তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
কেমনে পামর জীতে চায়।
কৃষ্ণ বিনা কোটি যুগ, জীয়েই বা কত সুখ,
সে জীবন পাথরের প্রায় ॥
এবার মানুষ দেহ, আর কি হইবে এহ,
ভজ কৃষ্ণ ছাড় অনাচার।
দেখ যত নাশ ফাঁদা, কেবল অনর্থ ধাঁ ধাঁ,
অসময় কালে কেবা কার ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, হরি কহ অনুক্ষণ,
আপনার তত্ত্বে হও দড়।
সংসার বাসনা গর্ত্ত, বিষ কৃমি ময় কত,
দেখিয়া শুনিয়া কেন পড় ॥৪৫॥

রে মন, মানুষ হবে কি আর।
বদন ভরিয়া, হরি হরি বলি, শোধনা যমের ধার ॥
ভাবিয়া দেখনা সে হারে, আপনা হইতে যে করে পাপ।
আপনার দোষে, আপনি পায় সে, জনমে জনমে তাপ ॥
সেই সে চতুর, বাপের ঠাকুর, যে লয় হরির নাম।
ইহাতে যাহার, রুচি না জন্মিল, বিধাতা তাহারে বাম ॥

এ বোধ বুঝিবে, নরকে মজিবে, শমন রুষিবে যবে।
আঁখির পলকে এ ঠাট ভাঙ্গিবে, কি বলি এড়াবে তবে ॥
ভাই বন্ধু জায়া, তনয় তনয়া, আপনা বলিছ যারে।
জাননা মুখেতে, অনল ভেজায়্যা, অগাধ জলেতে ডারে ॥
মূরতি দেখিয়া, ডরে ডরাইয়া, তিলে না রাখয়ে ঘর;
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, তা বিনু সকলি পর ॥৪৬॥

ও মন, এমন কেনরে ভাই।
দেখনা কি কাজে, ভারত ভুবনে, তা তোর স্মরণ নাই ॥
উদর তিমিরে, নাভিতে বন্ধন, জঠর অনল দহে।
কৃমিতে বেড়িয়া, কত না কাটিছে, কহ কে রাখিল তাহে ॥
ভূমিতে পড়িয়া, আপনা ভুলিছ, যখন ধৈরাছে মায়া।
সংসার বাসনা, গলার শৃঙ্খল, চরণ দাড়ুকা জায়া ॥*
কি সুখে মজিছ, পাছু না গণিছ, তুমি কি বুজিছ ভাড়ু,
এমন জনমে, হরি না ভজিলে, তে তোর কপালে ঝাড়ু ॥
এবার ওবার, আসিছ যে আর, বিচার করিয়া দেখ।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলে, তরিতে না পারে এক ॥
জাননা কখন, শমন ফুকারে, কি বলি দাঁড়াবে কাছে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি বল যদি, কে বলে এমন আছে ॥৪৭॥

---

* এই পৃথিবী কারাগৃহ, ইহাতে জন্ম কারাগৃহে প্রবেশ; তথা সংসার বাসনা রূপ শৃঙ্খলে জীবের গলদেশ আবদ্ধ; এবং ভার্য্যারূপ দারুকা (কুন্দা—এক প্রকার পেষণ যন্ত্র, যাহার ছিদ্র মধ্যে চরণ আবদ্ধ থাকে। দুই খানি কাষ্ঠ খণ্ড একত্র করিয়া এই যন্ত্রের সৃষ্টি, এই জন্য ইহার নাম দারুকা।) জীবের চরণে বেড়িয়া আছে, যাহাতে জীবকে নড়িতে চরিতে দেয় না।

ওরে মন তিল আধ নাহিক চেতন।
রাত্রিদিন শিশ্নোদর, চেষ্টাতে হইলি ভোর,
ভুলি রলি আলস্য কারণ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, করহ পশুর কর্ম্ম,
বুঝি দেখ আপনার মূল।
সে আহার নিদ্রা করে, স্বগণ সহিতে চরে,
তবে কিসে নহ সমতুল॥
ধনজ্জন পূর্ব্বজন্ম, কৈরাছ যেমন কর্ম্ম,
ভাবিলে কি তার বাড়া পাও।
দুর্লভ এ নর তনু, শ্রীহরি ভজন বিনু,
কেন মিছে নিষ্ফলে গোঙাও॥
শাস্তিকর্ত্তা দণ্ডধর, আসিয়া তাহার চর,
চর্ম্মপাশে বাঁধিবে যখন।
মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি, কে তোরে লইবে ছাড়ি,
সুখ দুঃখ বুঝিবে তখন॥
শুন মন দুরাচার, কেন কর অনাচার,
তোর কর্ম্ম সকলি অসার।
শ্রীগুরু চরণে দৃষ্টি, দেখ যার আছে নৈষ্ঠি,
সেই মাত্র ধন্য, রে দুর্ব্বার॥
কৃষ্ণ যদি মনে করে, ব্রহ্মপদ দিতে পারে,
হেন কৃষ্ণ ছাড় কি কারণে।
দেখ যার শ্রীচরণ, ধ্যান করে পঞ্চানন,
তথাপি প্রত্যয় নাহি মনে॥

ছাড় সব মিছা কাম, মুখে বল হরিনাম,
তবে তোর সম কেবা হয়।
প্রেমানন্দ কহে মন, কর হেন আচরণ,
তবে আর কারে তোর ভয় ॥৪৮॥

ওরে মন দেখনা সকলি ভুল।
কি ছার গরব, ধনজন জাতি, কি সেবা চলাও কুল ॥
ধন দিয়া বুঝি, যমেতে বাঁচিবে, যম কি ছাড়িবে তোরে।
বড় জাতি হৈলে, সে বুঝি ছাড়িবে, কুলে বা রাখিবে কারে
সুত সুতা জায়া, বেশ্যা পর দারা, সে ঝুটা খাইলা সাধে।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে, কুকুড়ি মেকুড়ি, তাহাতে জাতিয়ে বাধে ॥*
রজনী দিবস, কতকুপচাল, উছলি উছলি বুক।
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে না জানি কেহ কি, চাপিয়া ধরয়ে মুখ ॥

* আপন পুত্র কন্যা স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট ভোজনত করই। পরন্তু কামাতুর হইয়া বেশ্যা বা পরস্ত্রী সঙ্গ কর, এবং তাহারা তোমাকে পাতের উচ্ছিষ্ট দিলে, তাহা অম্লান বদনে সন্তোষের সহিত আহার কর। কিন্তু যখন তোমাকে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে বলা যায়, তখন তুমি কুকুরী মেকুড়ীর (সার মেয়ী ও মার্জ্জারী) ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পাশ কাটিয়া পলাইতে চাও। তখন তুমি প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে পাছে বা স্বীয় জাতি হারাও, এই জন্য অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া লও, যে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট আমাকে ভোজন করিতে দেওয়া হইতেছে তিনিত উচ্চ জাতি? চণ্ডালাদি নীচ জাতি হইলে, উহা গ্রহণ করিতে পারিনা, কেননা তাহাতে আমার জাতি নাশ হয়। এস্থলে কবির বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বৈষ্ণবের জাতি জিজ্ঞাসা, এক প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ রূপ মহাপাপ। ঐ অপরাধ হইতে স্বয়ং ভগবানও মুক্ত করিতে পারেন না।

তুমি যে মরিবে, কিসে বা তরিবে, কখন না ভাব ভাই।
তিলেক পলকে, দণ্ডে শত বার, খসিয়া পড়িছে আই॥
নরক পরক, সে আর কেমন, পরিচয় দিলে হেথা।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিয়া, যমকে বেচিলে মাথা॥ ৪৯॥

ওরে মন, বিচারিয়া দেখনা হৃদয়।
ধনে জনে যত আর্ত্তি, বাড়ে সে নহে নিবৃত্তি,
হরি পদে হৈলে কিনা হয়॥
যা ভাবিলে হবে নাই, তাকেই ভাবিছ ভাই,
ভাবিলে যে পাওতা না কর।
লক্ষ কোটী যার ধন, সেকি খায় এক মন,
বুঝি কেনে ধৈরজ না ধর॥
খাওয়া পরা ভাল চাও, তাহা কি ভাবিলে পাও,
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তাই পাবে!
কার ধন চিরস্থায়ী, নাগণ আপন আই,
কত কাল তুমি বা বাঁচিবে॥
অজভব ভাবে যারে, কি মদে পাসর তারে,
হরি ভূলি জীয় কোন কাজে।
হরিনাম যাতে নাই, সে বদনে পড়ুক ছাই,
সে মুখ দেখায় কোন লাজে॥
হরিনাম সুধাময়, তাতে তোর রুচি নয়,
সংসার নরক লাগে মিঠা।
নরতনু কেন তাক, শৃগাল কুকুর কাক,
সেই ভাল বৃথা কাচ এটা॥

দেখিয়া তোমার কাজ, মনে হাসে ধর্ম্মরাজ,
জাননা ভাঙ্গিবে এই ঠাট।
প্রেমানন্দ কহে যদি, হরি কহ কার্য্য সিদ্ধি,
সংসার তরিবে করি নাট ॥ ৫০ ॥

রে মন, আমার কথাটী লও।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, আবার মানুষ হও ॥
কেনে বা অসত, সতত ভাবিছ, তাহে বা কি সুখ আছে।
তিলেকে এসব, কোথায় রহিবে, শমন দেখনা পাছে ॥
স্বপনে যেমন, সম্পদ পাইলে, হৃদয়ে বাড়য়ে ইচ্ছা।
দণ্ডেকে পলকে, আমোদ আহ্লাদ, চেতনে সকলি মিছা ॥
তেমতি জানিবা, এধন এজন, কতেক দিন বা রবে।
হাসিতে খেলিতে, দুআখি মুদিলে, সকলি আঁধার হবে ॥
শুনরে অধম, তুবড়ি নিলাজ, কিছুনা বাসহ তিক।
দেখনা শমন, হাতেতে দমন, এতোর শতেক ধিক ॥
একলি যুগেতে, মানুষ জনম, আর কি তোমার ভয়।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, শমন করনা জয় ॥ ৫১ ॥

রেমন, শমনে কর কি ডর।
শমন ভবনে, নাহবে গমন, আমি যা বলি তা কর ॥
তীরথ ভ্রমণে, যত পরিশ্রম, দেখনা বিচার করি।
কোটী তীর্থ স্নানে, হবে যদি প্রেমে, বদনে বলহ হরি ॥
জপ তপ ধ্যান, করিতে নারিছ, তাহাতে স্থির বা কোথা।

সৎসঙ্গে বসি, হরি হরি বল, ঘুচিবে সকল ব্যথা ॥
ধরম করম, কি করিবে তাতে, কত না আপদ আছে।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, কি আছে তাহার কাছে' ॥
দানে দেখ সাক্ষী, নৃপ হরিশ্চন্দ্র,* কেওর পাইবে আর।
আনন্দ হৃদয়ে, হরি বোল ভাই, তা আর শকতি কার ॥
হরি বল যদি, পুলক শরীরে, নয়নে বহয়ে ধারা।
কহে প্রেমানন্দ, ভকতি মুকতি, সরিয়া দাঁড়াবে তারা ॥ ৫২

ওরে, মন কেন হেন বুঝ বিপরীত।
দণ্ডে পলে আয়ুক্ষয়, তাতে তোর বোধ নয়,
আইসে দিন হইতে হরযিত ॥ *
দিন মাসে অব্দে বড়, ঐছে জানিয়াছ দড়,
ঘাটে যেতা বুঝিতে না পার। †

(১) কে বলে এমন আছে—পাঠান্তর।

* দানে পুণ্য হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে বিপদও আছে। দেখ, রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে দান দিতে যাইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। এমন কি আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল।

* পুরাতন সময় যাইয়া নূতন সময় আইসে বলিয়া তোমার আনন্দ।

† দিন অপেক্ষা মাস, মাস অপেক্ষা বৎসর বড়, তাহা গেল ভাবিয়া তোমার সুখ। কিন্তু তাতে যে তোমার আয়ুবৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হয়, তাহা বুঝ না। এই ভাবের ছায়া পাতে নিম্নলিখিত ব্রহ্ম সঙ্গীতাংশ দ্বয় রচিত :—

১। "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদাব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হৈল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুজনে ॥"

২। "লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার, আয়ুর্যাতি দিনে দিনে ॥"

নায়ে চড়ি চাহ কূলে, দেখ যেন পৃথ্বীচলে,
তুমি যে চলিছ তা না হের ॥
ধন জন আপনার সে না ভাবিয়াছ সার.
সে কি তোর ? জাননা সে কার ?
তিলেকে কাড়িয়া লয়, যারে ইচ্ছা তারে দেয়,
নহে তুমি মরিলেও তার ॥
বৃথা অহঙ্কারে মর, বিচারিয়া পূর্ব্বাপর,
সাধুজন পথেতে দাঁড়াও।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম, কেন কর অপকর্ম্ম,
করে রত্ন পাইয়া ফেলাও ॥
যাবত সামর্থ্য আছে, জরা না আসিতে কাছে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অনিবার।
জরা যে ভাঙ্গিবে তনু, সর্ব্বেন্দ্রিয় হবে ক্ষীণ,
তবে কি করিবে কৃষ্ণ নাম ॥
নহেবা কখন যাই, কিবা নিরূপণ আই,
তিলে এক নাহিক বিশ্বাস।
প্রেমানন্দ কহে ভাই, কহ কৃষ্ণ ব্যাজ নাই,
এজীবন কেবল নিশ্বাস ॥ ৫৩ ॥

ওরে মন এগুলি তোমার অনুচিত।
ছাড়িয়া সাধুর পথ, কুপথে হইয়া রত,
কেন বিড়ম্বনা কর নিত ॥

তোমার আশ্রয়ে থাকি, তুমি মোরে দেও ফাঁকি,
ইহাতে কি জানিছ চতুর।
যে সুখে হয়েছ রত, সেনা সুখ দিন কত,
শেষে দুঃখ আছয়ে প্রচুর ॥
অধিকারী ধর্ম্মরাজ, যাহার যেমন কাজ,
অপমান সম্মান তেমন।
কেহ বা নরকে পচে, কারে ইন্দ্র পদ যাচে,
কারে লৌহ মুদ্গরে তাড়ন ॥
যার আজ্ঞা শিরে ধরি, সে শমন দণ্ডধারী,
হেন কৃষ্ণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, রৈলে জানি কোনক্ষণ,
কাল দূতে ধরিবে পাড়িয়া ॥ ৫৪ ॥

রে মন, তুমি সে ভরসা মোর।
তু যদি আমাকে, ডুবাও নরকে,
এ কোন ধরম তোর ॥
যা বলি আমার, সকলি তোমার,
কে শুনে আমার কথা।
এ না পরিজন, পথের মিলন,
জানেনা কে যাবে কোথা ॥
শমন ভবন, না হয় গমন,
করিতে পারহ তাই।

তবে সে ঠাকুর, নহে বা কুকুর,
সে* যদি বাঁধেরে ভাই ॥
যদি বল হরি, তবে যম তরি,
ছাড়িয়া অসত কথা।
কহে প্রেমানন্দ, না বোল গোবিন্দ,
শমন ভাঙ্গিবে মাথা ॥৫৫॥

রে মন, এবে সে জানিনু তোমা।
রিপুর সহিতে, মিশিয়া ঘুরিয়া, বিপাকে ঠেকালি আমা ॥
কে তোর আপন পর কে তোমার, বিচার করিতে নার।
আপন ইচ্ছায়, নরকে যাইতে, আপনে সে পথ কর।
ছকর জুড়িয়া, কামের নফর, ক্রোধকে ধৈরাছ বুকে ॥
লোভের পিছুতে, সদাই ঘুরিছ, মোহেতে মাতিছ সুখে ॥
কে সত অসত, কিছু না জানিলি, মদের সহিত দোল।
আপনা আপনি, কত না গরিমা, দম্ভকে করিয়া কোল ॥
এ ধন এ জন, আপনা জানিছ, ভাবিছ এমতি যাবে।
জাননা শমন, চর পাঠাইয়া, বাঁধিয়া লয় বা কবে ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, কি সুখে রৈয়াছ ভুলি।
কহে প্রেমানন্দ, তু যম তরিবে, হাতে বাজাইয়া তালি ॥৫৬॥

---

* শমন।

ওরে মন, অহঙ্কারে না জান আপনা।

কাচিয়াছ কিবা কাচ, নাচ এবে কিবা নাচ,

তিলেকে না কর বিবেচনা ॥

ভুলিয়া কমল অক্ষ, ভ্রমহ চৌরাশি লক্ষ,

নানা ক্লেশ ভুঞ্জ বার বার।

পাইয়া মানুষ দেহ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কহ,

অসতাই না করিহ আর ॥

দেহের ইন্দ্রিয় দশ,* সকলি তোমার বশ,

সবে কর্ম্ম করয়ে তোমার।

তোর পিছে নড়ানড়ি, মোর গলে দেয় দড়ি,

তোর দোষে দুর্দ্দশা আমার ॥

অতএব কহিয়ে ভাই, যে কয় সে আমি দায়ী,

তেলাগি মিনতি করি পায়।

জানি কৃষ্ণ নিত্য দাস, কাট কর্ম্ম বন্ধ ফাঁস,

প্রেমানন্দে তবে সে জুয়ায় ॥ ৫৭ ॥

ওরে মন নিবেদন শুনহ আমার।

জন্মিলে মরণ আছে, কালদুত পাছে পাছে,

ভুঞ্জাইবে কর্ম্ম অনুসার ॥

---

* চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। সাকুল্যে দশেন্দ্রিয়।

যাবত আছয়ে আই, হরি হরি কহ ভাই,
কহি হরি সার আপনাকে ।
হরি নাম যে বদনে, সে জিতিল ত্রিভুবনে,
কি ভয় শমন করি তাকে ॥
যদি চিন্ত নিজ হিত, সাধু সঙ্গে কর প্রীত,
অসত সঙ্গ নাকরিহ ক্ষণে ।
কুক্কুর ভবনে গেলে, অস্থি চর্ম্ম ক্ষুর মিলে,
গজদন্ত মুক্তা সিংহ স্থানে ॥
কৃষ্ণ নাম লীলা গুণ, শ্রবণ কীর্ত্তনে মন,
অশ্রু কম্প পুলক আনন্দে ।
সাধু সঙ্গে সদা বসি, বিলাসহ দিবা নিশি,
তবে বঞ্চাপূরে প্রেমানন্দে ॥ ৫৮ ॥

যেমন এ বড়ি লাগয়ে ধন্দ ।
অসত পচালে কত না আরতি, হরি নামে রুচিমন্দ ॥
বেপার বানিজ্য, করিছ করিবা, দিবস রজনী কও ।
তিলেকে পলকে, শ্রীহরি বলিতে, তাহে কি যাতনা পাও ॥
ভোজন সারিয়া, আলিস করহ, তখন কি কাজ আছে ।
পড়িয়া পড়িয়া, তাহাই জপনা, জাননাকি হবে পাছে ॥
হাঁচড়ি পাঁচড়ি, মুটরি করিছ, শমন গনিছে তাই ।
চলিতে ফিরিতে, কখন পাছাড়ে, তখন খাবে কি ছাই ॥

দেখিয়া শুনিয়া, তবু না বুঝিলি,
কি মদে হইলি ভোর।
এ মোর ও মোর, এ ভাণ করিছ,
মরণ আছেনি তোর॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি,
শমন তরিবি কিসে।
কহে প্রেমানন্দ, এ দোষ কাহার,
ডুবিলি আপন দোষে॥৫৯॥

রে মন এই কি তোমার কোট।*
অসতে ধাইবি, সত না ছুইবি,
এ তোর বিষম হঠ॥
কত না কুবোল, মিছা গণ্ডগোল,
করিছ গায়ের জোরে।
তবু ও কখন, ভরিয়া বদন,
হরি না বলিলি ওরে॥
কি সুখে ভুলিছ, কাতে বা মজিছ,
তুমি কি বুঝিছ ছাই।
যে কাজ করিছ, আপনা হারিছ,
বিফলে কাটিছ আই॥
জানিছ এখন, আমি একজন,
শরীর দেখিছ বড়।

* জেদ

জাননা কখন, ছাড়িবে পবন,
কবে বা চিতায় চড় ॥
যাদের সুখেতে, আপন বুকেতে,
পাথর ঠেলিছ হেলে।
তারা বা কেমন, ধরিলে শমন,
বাহিরে টানিয়া ফেলে ॥
তখন কি ঘরে, রাখিতে নাপারে,
তাহেনা সোহাগ বড়।
কহে প্রেমানন্দ, নাবোল গোবিন্দ,
নরকে মজিবে দড় ॥৬০॥

ওরে মন কেনে হেন এ বড় আশ্চর্য্য।
বাণিজ্য করিতে আলি, হারাইলি জুয়া খেলি,
কি করিতে কিবা কর কার্য্য ॥
যে চিন্তা পরম ধন, তাতে তোর অযতন,
যাহা হইতে তরিয়ে সংসার।
যাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেম পাইয়া অমূল্য হেম,
হেন চিন্তা কদর্য্য মাঝার ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ যত, বৃষ্টি বা আতপ কত,
সহি ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রীষ্ম শীত।
চিন্তা দিয়া কৃষ্ণ পদে, পাইয়াছে নিরাপদে,
সেই কর কিন্তু বিপরীত ॥

দেখ কত বৃষ্টি বাতে, গ্রীষ্ম কি আতপ শীতে,

কতনা করিছ পরিশ্রম।

স্ত্রী পুত্র সংসার লাগি, চিন্ত সদা যেন যোগী,

বুঝ ভাই একি নহে ভ্রম ॥

সেই চিন্তা কর ক্ষয়, যাহাতে নরক হয়,

কত আর পাবে যম দণ্ড।

যার লাগি এতুর্গতি, সেবা কোথা তুমি কতি,

নিজে ভাঙ্গ আপনার মুণ্ড ॥

প্রেমানন্দ কহে মন, শুন এই নিবেদন,

চিন্ত হরি চরণ সুসত্য।

অসার সংসার সার, কৃষ্ণ নামে রতিসার,

কৃষ্ণ বিনু সকল অনিত্য ॥৬১॥

ওরে মন ভাবিয়া না বুঝ আপনাকে।

যার লাগি দুঃখ কর, স্বদেশে বিদেশে ফির,

সে জন কি সুখ দিবে তোকে ॥

দারা সুতে যত্ন করে, রাখে সদা সমাদরে,

যাবত আনিয়া দেহ অর্থ।

যখন সে গন্ধ নাই, ডাকিলে না শুনে ভাই,

না পুছে দেখিলে অসমর্থ ॥

অবস্থা দেখিয়া হাসে, ভাল কথা মন্দ বাসে,

বাঁকা মুখেও নাক তোলাই।

ক্ষুধায় না হেয় ভাত,   তাতে আরো কটুবাত,
কহে একি হইল বালাই ॥
দিনে দিনে খাট রতি, কিসে আর পিতা পতি,
পরিজনে না কর বড়াই।
যেবা আগে মোর হাতে, তারা শুনায় নির্ঘাতে,
এসময়ে বন্ধু কেরে ভাই ॥
পরকে আপন করি,   ভেবে মলি জন্ম ভরি,
কে তুমি তোমার এতে কেবা।
প্রেমানন্দ কহে মতি,   কৃষ্ণ বিনা নাহি গতি,
কহ কৃষ্ণ এদুঃখ তরিবা ॥৬২ ॥

রে মন্ তোর কপালে ঝাঁটা।
কহ না কি বুঝি আপন পথেতে, আপনি দিয়াছ কাঁটা ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে, সংসারে আইলি, ভুলিয়া রহিলি ভাই।
কাদের লইয়া, লট্‌র পট্‌র, দেখিনা কদিন আই ॥
অপন বলিয়া, যা তুমি জানিছ, সে তোর আপন কবে।
সুখের সময়, সকলি আপন, বিপদে কেহ না হবে ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব, সেত বহুদুর, দেহেতে বৈসয়ে যারা।
দেহ ছাড়ি আগে, ইন্দ্রিয় পলাবে, তা হৈতে আপন কারা
শমন আইলে, কারে না পাইবে তোমায় আমায় জড়ি।
আটিয়া সাটিয়া, বাঁধিয়া লইবে, এদেহ রহিবে পড়ি ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া, এখনো বদনে, হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, শমন ভরিতে, কিছুই ভাবনা নাই ॥৬৩॥

ওরে মন কারে[১] বা আপন করা।
দেখনা দেহেতে, যতেক ইন্দ্রিয়, আপনা হয়নি তারা।
যে সব তোমার, অনুচর হৈয়া, যা কর করয়ে তাই॥
বিপদ সময়ে, কারে না পাইবে, সরিয়া দাঁড়াবে ভাই।
যে কর সে কর, করোনা এমন, কে তোর আছয়ে ছাড়া।
শমন বাঁধিয়া, যখন সুধাবে, সাক্ষী দিবে হৈয়া খাড়া॥
যে জন তোমার, আপন জানিয়া, গরবে না পাও ঠাঁই।
জাননা কখন, সে তনু ছাড়িলে, পুড়ি না করিবে ছাই॥
পরের সহিতে, এতেক আরতি, কখন যে তোর নয়।
কে তুমি কাহার, বিচার করিয়া, আপনা চিনিতে হয়॥
এমন জনমে, হরি না বলিলি, ফেরে না পড়িলে ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, আবার চৌরাশি* কবে বা ফিরিতে যাই॥৬৪॥

ওরে মন কার হৈয়া কহিছ কাহার।
জন্মিয়া ভারত ভূমে, অবু না ভাঙ্গিল ঘুমে,
জন্মিতেই গর্ভে পুনর্ব্বার॥
গর্ভে বিষ্ঠা কৃমিময়, জঠরাগ্নি জ্বালাচয়,
নাড়িতে বন্ধন হস্ত পদ।
নড়িতে না ছিল শক্তি, মোর তোর তবু আর্ত্তি,
কা হইতে তরিলে প্রমাদ॥
যে করিয়া ছিলে ভাই, এবে তার কিছু নাই,
মায়ায় গিলিছে আর বার।

(১) আরে—পাঠান্তর।
* চৌরাশি সংখ্যক নরক, যথা কুম্ভিপাক, রৌরব, অসিপত্র ইত্যাদি.

সংসার বাসনা বিট, বেড়ি স্ত্রী পুত্রাদি কীট,
দেখনা কাটিছে অনিবার ॥
দুর্ব্বাসনা দাড়ি বন্ধ, অজ্ঞান তমঃ সে অন্ধ,
জঞ্জাল দহন অতিশয়।
কেন দগ্ধ কর ইথে, মায়ের উদর হৈতে,
বাহিরিতে ভাবনা উপায় ॥
জননী উদর হৈতে, রক্ষা করি পৃথিবীতে,
যে এনেছে চিন্ত সে গোবিন্দ।
কৃষ্ণ কহ অবিরত, মায়া হৈতে হবে মুক্ত,
আপনি ঘুচিবে কর্ম্ম বন্ধ ॥
মাতৃ গর্ভে ছিল স্মৃতি, তাহে পালি অব্যাহতি,
এবে কেনে ভুলিবে পামর।
প্রেমানন্দ কহে মতি, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি,
মায়া হৈতে হওরে অন্তর ॥৬৫॥

ওরে মন, বিচারিয়া দেখনারে ভাই।
যদি কর অন্ত কাম, মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম,
তাতে কেবা দিয়াছে দোহাই ॥
মুখ জিহ্বা আপনার, সেকি করা লাগে ধার,
তবে কর অপেক্ষা কাহার।
বাক্যবশ কৃষ্ণনাম, থাকিতে নরক ধাম,
চল তবে অদ্ভুত কি আর ॥

যদি মুখে কোন ছলে, কখন না কৃষ্ণ বলে,
সেই মুখ খান মুখ প্রায়।
রাত্রিদিনে ভুকে মরে, উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করে,
কি লাগি সে বৃথা ধরে কায় ॥
যে মুখেতে অবিরাম, উচ্চারয়ে কৃষ্ণনাম,
সেনা মুখ চন্দ্রের সমান।
দেখিতে শীতল করে, কৃষ্ণ নামামৃত ঝরে,
সাধু নেত্র চকোরের প্রাণ ॥*
কভু যে বদন ভরি, না বলিলি কৃষ্ণ হরি,
যম থোকে নরকের কুণ্ডে।
মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি, কৃমিতে খাইবে বেড়ি,
বিষ্ঠায় পুরিবে সেই তুণ্ডে ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, এই মোর নিবেদন,
কাতর হইয়া বলি অতি।
কেনে বৃথা কর্ম্মে রত, কৃষ্ণ কহ অবিরত,
এড়াইবে শমন দুর্গতি ॥৬৬॥

রে মন নিতান্ত জানিহ ভাই।
হরি না জানিয়া, লাখ জ্ঞান যদি, সে জানা কেবল ছাই ॥
হরিনাম সুধা, জিহ্বায় না পিয়ে, কি রস চাকিছ আর।
চিনি কলা ক্ষীর, মিছরিতে বিষ, দেখনা কি ফল তার ॥

---

* যে বদনে অবিরত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহা চন্দ্রের তুল্য। চন্দ্রের প্রধান গুণ তিনটী:—(১) স্নিগ্ধকারীতা (২) অমৃতনিঃস্যন্দন (৩) চকোরের সন্তোষ। এ মুখের গুণও তিনটী:—(১) এ মুখ দেখিলে, মন প্রাণ শীতল হয় (২) এ মুখে নামামৃত ক্ষরিত হয় (৩) এ মুখ দর্শনে ভক্তের চকোররূপ নেত্র পরিতৃপ্ত হয়।

হরিনাম মণি, হৃদে না ধরিয়া, কি ভূষায় ভুষিছ গায়।
সোণায়ে রুপায়ে, জড়িয়া থাকিলে, যমে কি ছাড়িবে তায়।।
ঘোড়ায়ে দোলায়ে, চড়িয়া ফিরিছ, ধূলা না পরশে পায় ॥
জাননা পবন, ছাড়িবে যখন, ভুমিতে লোটাবে কায়।
বাহিরে বেড়াইতে, ভয়ে ডরাইছ, দোসর তেসর চাও ॥
শমন নগরে, যখন চলিবা, তখন কজনা পাও ॥
ভুলায় ভুলিয়া, কুপথে চলিছ, উদ্দেশ না পাও তবে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন জানিবে, শমন বাঁধিবে যবে ॥৬৭॥

রে মন, তু বড় কলির ভুত।
কর বলজারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি,* হাসয়ে তপন-সুত ॥
ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ কর নিতি, ভূতের বেগার খাট।
লাজ নাহি মুখে, কাল কাট সুখে, চলিছ যমের বাট ॥
কামিনী কাঞ্চন, হৃদয় রঞ্জন, তাহাতে মগন থাক।
ওদিগ তোমার, কি দশা ঘটীছে, তার কিছু খোঁজ রাখ ?
চৌরাশি নরকে, যাবেএকে একে, পথ পরীক্ষার প্রায়।
কপালের জোর, বড় বটে তোর, বাহাদুরি হবে তায় ॥
মূরখ বর্ব্বর, সুযুকতি ধর, যদি তরিবার চাও।
কহে প্রেমানন্দে, মনের আনন্দে, সদা হরি গুণ গাও ॥৬৮॥

ওরে মন কত আর ভাড়াইবে নিতি।
এ মোর ও মোর করি, দিবস না দেও পাড়ি
ঘুমেতে পড়িয়া কাট রাতি ॥

---

* শূন্যে আঘাত করিয়া নিজের বল বিক্রম দর্শাও।

আজি কালি করি আয়, পক্ষ যে করিছ পার,
এ পক্ষ ও পক্ষ করি মাস।
এমাস ও মাস বলি, অয়ন ফেলিলি ঠেলি,
অয়নে* অয়নে বার মাস॥
এ বর্ষ ও বর্ষ করি, কহিছ জনম ভরি,
তোর কিসে ঘটিবে জঞ্জাল।
কবে অবসর হবে, তবে কৃষ্ণ নাম লবে,
যবে আসি দাঁড়াইবে কাল॥
কফেতে করিবে বল, বাতিক হইবে কাল,
পিত্ত কোথা রহিবে লুকাই।
কণ্ঠ হবে অবরোধ, কোথায় থাকিবে বোধ,
হরি নাম লবে কেরে ভাই॥
এখনি অভ্যাসকর, হরি হরি সদাস্ফুর,
জিহ্বাকে করিয়া লও বশ।
আপনি নাচিবে তুণ্ড, ঘুচিবে যমের দণ্ড,
নহে কেন শরীর অবশ॥
প্রেমানন্দ কহে এই, মরিলে না মরে সেই,
হরি হরি সদা যার মুখে।
কোথা তার কর্ম্মবন্ধ, প্রেমে মত্ত সদানন্দ,
গতায়াত মাত্র নিজে সুখে॥৬৯॥

---

* সূর্য্য যাহাতে দক্ষিণ হইতে উত্তরে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করেন। অর্থাৎ বিষুব রেখা হইতে সূর্য্যের উত্তরে বা দক্ষিণে গমন। অয়ন দুটীঃ—মাঘাদি ছয় মাস উত্তরায়ণ শ্রাবণাদি ছয় মাস দক্ষিণায়ন।

ওরে মন স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথা।
যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমতি ভুঞ্জায় তারে,
ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা॥
কেহ ঘোড়ায়দোলায় ফিরে, কেহ স্কন্ধেবহে কারে,
ছত্র ধরি কেহ চলে পথে।
কেহ কর্ম্ম অনুসারে, জন্ম ভরি কারাগারে,
কার বিষ্ঠা বহে কেহ মাথে॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ,
উদর ভরিতে কেহ নারে।
এখানে দেখিছ যেবা, পরে যা তা জানে কেবা,
বিধাতার মনে সে বিচারে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, প্রেত কি পিশাচ দৈত্য,
স্বভাবে সকল পরচার।
যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত,
সেই মত ভক্ষ সে আচার॥
কৃষ্ণ পারিষদ ভক্ত, কৃষ্ণ কর্ম্মে সদা রত,
কভু লিপ্ত নহে সে সংসারে।
সে রহে মায়ার পার, তাহে কার অধিকার,
রহে কৃষ্ণ-নিত্য-পরিবারে॥
কৃষ্ণ লীলা গুণ নাম, রাত্রি দিনে অবিরাম,
শ্রবণ কীর্ত্তন সদানন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মতি, হঞা তাঁর অনুগতি,
কৃষ্ণ কহি ছিণ্ড কর্ম্মবন্ধ॥৭০॥

রে মন, এহো না ঘুচিল ভুল।
কে তুমি কি কর, আপন না জানি, রহিলা ভবের কুল।
মায়াতে ভুলিয়া, কুপথে ধাইছ, সুপথে চলিতে নার।
চক্ষে আঁধি যেন, কলুর বলদ, তেমতি ঘুরিয়া মর॥
ভারত ভূমেতে, মানুষ জনম, কত না সাধনে পালি।
শমন আসিয়া এবার বাঁধিতে, এ তোর শতেক গালি॥
সব যুগ হৈতে, দেখনা কলির, মাহাত্ম্য গুণের পার।
হেলায় শ্রদ্ধায়, হরি বল যদি, যমের কি অধিকার॥
পূরবে শমন, কহিয়া দিয়াছে, আপন দূতের ঠাঁই।
হরি যে বোলয়ে, প্রণাম করিয়া সে দিগ ছাড়িবে ভাই॥*
ওরে দুরাচার, এ হেন নামেতে, কেনে না জন্মিল রতি।
কহে প্রেমানন্দ, হায় কি কর, কি হবে তোমার গতি॥৭১॥

---

* বিষ্ণু পুরাণ তৃতীয়াংশ সপ্তম অধ্যায়ে যমদূতকে কহিয়াছেন:—"হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই, এবংবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও।" আবার শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে যমরাজ স্বীয় দূতগণে কহিয়াছিলেন "হে দূতগণ! নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান বাসুদেবে যে ভক্তি যোগ তাহাই ইহ লোকে পুরুষদিগের পরম ধর্ম্ম। * * * যে সমস্ত সুবুদ্ধি মানব * * ভগবান অনন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ আমার দণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহাদের পাপ হইতেই পারে না। যদি বা হয়, ভগবন্নামকীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল সাধু পুরুষ ভগবানের শরণাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদর্শী; দেবগণও সিদ্ধগণ যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—তোমরা কদাচ সেই সকল সাধুর নিকট যাইও না।"

ওরে মন, এবে তোর এ কেমন রীত।
যে কার্য্যে আইলি হেথা, সে সব রহিল কোথা,
এবে যে দেখিয়ে বিপরীত ॥
কৃষ্ণ কর্ম্ম লাগি কর, তাহে কেন বর্ব্বর,
সে করে পরের বিত্ত হর।
সে স্ববশ নহে কেনে, কি সুসার বহু দানে,
তাহে আর কর বা না কর ॥
মুখে কবে হৃষীকেশ, তাহে যদি সাধু দ্বেষ,
তবে বক্র মুখ কেনে নহ।
অগ্নি দিয়া হেন মুখ, পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ,
তাহে কৃষ্ণ কহ বা না কহ ॥
ভ্রমিবে কৃষ্ণের তীর্থ, পদেরত এই কৃত্য,
তাহে যদি পরদারে চল।
কি কাজ পদের এই, পঙ্গু কেন নহে সেই,
তবে তীর্থ গেল বা না গেল ॥
কৃষ্ণলীলা গুণ কথা, কর্ণেতে শুনিবে যথা,
তাহে যদি কু কথায় ভোর।
যদি আর সাধু নিন্দা, শুনিয়া বাঢ়য়ে শ্রদ্ধা,
সে কাণ বধির হউ তোর ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মূর্ত্তি, দেখিবে করিয়া আর্ত্তি,
সে যদি দেখয়ে পরদারে।
অসন্তোষ সাধু দেখি, কেনে বিধি হেন আঁখি,
আশু অন্ধ না করে তাহারে ॥

তুমি কৃষ্ণ স্মৃতি কাজে, জন্মিলা সংসার মাঝে,
তাহা ছাড়ি ধনে জনে আশ।
তবে জীয়ে কিবা কাজ, পড়ুক তোর মাথে বাজ,
কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ,
কেনে ভুল আপনার প্রভু।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, সদাই আনন্দে দোল,
তিন লোকে দুঃখ নহে কভু ॥৭২॥

ওরে মন কৃষ্ণ কৃপা দেখনা নয়নে।
তুমি কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়ি, মর যে নরকে পড়ি,
তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে ॥
গুরুরূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দিয়া সদা ফিরে,
বৈষ্ণব রূপেতে দেয় শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান,
দেখ তাঁর কাহাকে উপেক্ষা ॥
যুগে যুগে অবতরি, ধর্ম্মের স্থাপন করি,
দুষ্কৃতির করেন সংহার।*
তিনি এ মমতা করে, কি সুখে ভুলিছ তাঁরে,
ধিক ধিক জনম তোমার ॥

---

* পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়,
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ভগবদ্গীতা।

শুনরে পামর মন, বৃথা চিন্ত ধন জন,
ইহা কি চিন্তিলে পাই কভু।
তুমি চিন্ত নিজোদরে, তাঁর চিন্তা জগ তরে,
যাঁর সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু ॥
আপনার অংশে ধরা, পৃষ্ঠে ধরি সহে ভারা,
মূল দ্বারে সিঞ্চে সিন্ধু জলে।
কালোচিত ফল ফুল, কারো দণ্ড কারো মূল,
শস্যাদি জন্মায়ে সৃষ্টি পালে ॥
সাধে লৈয়া মায়া বন্ধ, কেনে ঘুচাও সে সম্বন্ধ,
সে কৃষ্ণ-করুণা এতরূপে।
প্রেমানন্দ কহে সুখে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ মুখে,
উদ্ধার পাইবে ভব কূপে ॥৭৩॥

রে মন, এ বড় লাগয়ে ভ্রম।
স্ত্রী ঠাঁই হারিলি, আপনা সৌপিলি
ইথে কি জানিবে যম ॥
অসতে ভুলিয়া, সত না চিনিলি,
অসার জানিলি সার।
যাইতে নরকে, ভাবনা পরকে,
তা কৈলি গলার হার ॥
দেখনা কতেক, শতেক শতেক,
মরিয়া হৈয়াছে মাটি।

কি তোর সাহস, বুঝি না বুঝিস,
তিলেকে তিলেকে ভাটি ॥
তুমি কি অমর, শুনরে পামর,
শমন তোমার সাথে।
কখন আছাড়ে, ভূমিতে পাছাড়ে
কি বলি এড়াবে তাথে।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি,
কু কথা কহিছ যত।
সাঁড়াসি আনিয়া, রসনা টানিয়া,
পুড়িয়া পুড়িবে তত ॥
এ ভব তরিবে, আপনা সারিবে
হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, বুঝিয়া বুঝিয়া,
এ ভব তরিয়া যাই ॥৭৪॥

রে মন, এ মোর আই সে হাস।
কোচের কড়িতে, যাহারে কিনিলি, সে তোরে করিল দাস
গলে দড়ি দিয়া, সদা নাচাইছে, সুখ না বাসিছ তাতে।
যেন বানরিয়া, বানর নাচায়, তালি বাজাইয়া হাতে ॥
আপনার সুখে, আদর বাটয়ে, উত্তম কাজেতে বাধা।
দিবস রজনী, যেন খাটাইছে, ধোপার ঘরের গাধা ॥
কি সুখে মজিয়া, আপনা বেচিলি, পাছু না দেখিলি চাই।
স্বরগে উঠিয়া, নরক ইচ্ছিস্, বুঝিয়া দেখনা ভাই ॥

সবার উপরে, মানুষ জনম, এ যদি বিফলে যায়।
কু যোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়ায়, আর কিসে কুল পায় ॥
ঘরে ঘরে ওরে, নগরে নগরে, রবির দূতের থানা।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, কখন দেয় বা হানা ॥৭৫॥

ওরে মন কি গুমান তনু-নায় চড়ি।
কোন সুখে ভুলিয়াছ, বিচারিয়া দেখ পিছ,
ভবসিন্ধু দিতে হবে পাড়ি ॥
দেখনা মায়ার পাক, নৌকা যেন ফিরে চাক,
ইহা কি বুঝিতে নার ভাই।
দুর্ব্বাসনা কু বাতাসে, এ ঢেউ আকাশ স্পর্শে,
ধন জন যার ক্ষমা নাই।
কামাদি এ মাতয়াল, তারে কৈলি কেরয়াল,
পাকাইয়া ফিরাইছে তরি।
যে বেটা কুবুদ্ধি পাজি, তারে করিয়াছ মাজী,
কি জানি কখন ডুবি মরি ॥
ভব তরিবার চাও, সুবুদ্ধি কাণ্ডারী লও,
দশেন্দ্রিয় কেরোয়াল করি।
কৃষ্ণ গুণ গাইয়া সারি, বাইয়া চলি দেও পাড়ি,
মধ্যে মধ্যে বল হরি হরি ॥
জীর্ণ না হইতে নাও, আগুতেই পাড়ি দেও,
পার হৈয়া কর ঠাকুরাল।

আগে না হইলে পার, পিছে কে করিবে আর,
নৌকা বা থাকিবে কত কাল ॥
বহু দূর পারাবার, বিলম্ব না কর আর,
দাঁড়ী মাজী হইবে দুর্ব্বল।
প্রেমানন্দ কহে মন, তবে কিবা প্রয়োজন,
যদি নৌকা ঘাটে হয় তল ॥৭৬॥

ওরে মন এ তনু পত্তনে আছ রঙ্গে।
শমন দমনকর্ত্তা, না জান তাহার বার্ত্তা,
তিলেকে ভাঙ্গিবে এনা ঢঙ্গে ॥
কুবুদ্ধি মাতাল সনে, কুযুক্তি যে রাত্রদিনে,
কুসঙ্গে হইয়া মাতয়াল।
কামাদি এ বাট পাড়, তার সঙ্গে করি গাঢ়,
ডাকাচুরি কর সর্ব্ব কাল ॥
অধিকারী ধর্ম্মরাজ, না সহে অধর্ম্ম কাজ,
সাবধান না হৈলি তাহাতে।
আসিয়া বাঁধিবে চর, দেখ তার রাজ্য ঘর,
কে তোরে রাখিবে আর তাতে ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, লৈয়া এই পরিজন,
সৎসঙ্গে ঘুচাও অনাচারে।
কৃষ্ণ ভক্তি ধন দিয়া, পরিতোষ মায়া—জায়া,
সদ্বুদ্ধি তনয় আনি ঘরে ॥

পরমাত্মা রূপে হরি, ত্রিভুবন অধিকারী,
শরণ লইয়া তাঁর পায়।
আত্ম বেচি হও দাস, এ বাড়ী করহ খাস,
তবে সে এড়াই যম দায়॥
কৃষ্ণ নামে কর পাটা, কি করিবে কোন বেটা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দে দোহাই।
কহে শুন প্রেমানন্দ, এই ঘরে সদানন্দ,
কর আর কার ভয় ভাই[১] ॥৭৭॥

রে মন, তুমি সে কেবল ভূত।
কুসঙ্গ-শ্মশানে, সতত বসিছ, পাইয়া পরম যুত॥
মল মূত্র কত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে।
রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ, বলিতে নারিছ মুখে॥
নিয়োগ এ কর, গোবিন্দ পূজনে, তীরথ ভ্রমিবে পায়।
সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দাঙ্গিয়ে, তবে কি উলটা নয়॥
যত না করিছ সাধু হেলন, সে তোর আনল মুখে।
দেখনা তাহাতে, আপনা দহিছে, বঞ্চিত হইয়া সুখে॥
কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে, সুখের বিশ্রাম ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব, তাহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি॥
শ্রীহরি চরণ, লওরে[২] শরণ, গয়া গঙ্গা সব তাতে।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার, নাহিলে বা হবে কাতে॥৭৮॥

(১) নাই (২) হওরে স্মরণ—পাঠান্তর।

রে মন, কি সুখে যাইছ নিদ।
শমন কিঙ্কর, চোর যে আসিয়া, কবে বা কাটয়ে সিঁদ ॥
দিনে দিনে ঘর, আউল ঝাউল, খসিছে দশন টাটি।
ছাউনি বন্ধন, ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হালিয়া পড়িছে কাঠি ॥
দেখনাহে তোর, পালিত ইন্দ্রিয়, অলপে অলপে সরে।
যখন আসিয়া, চোর সান্ধাইবে, কেহ না থাকিবে ঘরে ॥
কামাদি রিপুকে, আপন জানিয়া, তাদের উরুতে মাথা।
ঘরের সম্পদ, যে করে বাহির, চোরের সহিত মিতা[1] ॥
মায়ায় ভুলিয়া, যে তোর অঙ্গনে, কুহুর আঁধার মাতি।
সব পরিজনে, ডাকিয়া জাগনা, স্বজ্ঞান জ্বালায়্যা বাতি ॥
সাধুর সহিতে, হরি কথা কহি, রজনী করনা ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, তে ভয় কাহার, জাগিল ঘরে কি চোর ॥৭৯॥

রে মন আর কি বলিব তোরে।
মানুষ দুর্লভ জনম পাইয়া, এবার ভাঁড়ালি মোরে ॥
এতনু গৃহের, তুমি সে গৃহস্থ, সকল তোমার মত।
আশা লজ্জা দুই, তোমার গৃহিণী, আশাতে হইলি রত ॥
কামাদি তনয়, তাহাতে জন্মিল, আশার নন্দন ছটী*।
লালিয়া পালিয়া, তাদেরে বাড়ালি, যমকে যাইতে ভেটি[2] ॥

(১) নিতা (নিমন্ত্রন, ঘনিষ্টতা?)।—পাঠান্তর।

* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী জীবিতাশা হইতে সঞ্জাত বলিয়া ইহাদিগকে আশার তনয় বলা হইয়াছে।

(২) ভাট—পাঠান্তর।

বিবেক নামেতে, লজ্জার কুমার, কভু না বসালি কোরে ।
যাহার প্রসাদে, শমন তরিবে, তাহারে খেদালি দূরে ॥
বিদ্যা নামে আর লজ্জার দুহিতা, যতন না কৈলি তায় ।
অবিদ্যা বলিয়া আশার জননী, বিকালি তাহার পায় ॥
আশা আশা সুত, অবিদ্যা ঘুচায়্যা, শ্রীহরি স্মরণ কর ।
কহে প্রেমানন্দ বিবেক ভাবিয়া, এখন সামাল ঘর ॥৮০॥

রে মন, কি কৈলি মানুষ হয়্যা ।
উদর লাগিয়া, কুকুর সমান, সতত ফিরিলি ধায়্যা ॥
সুখে দুঃখে বা নিজ পরিজন, তাতোর এড়ান নাই ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব গোবিন্দ সেবন. কেবল বঞ্চিত তাই ॥
পূরব জনমে, যেমন কৈরাছ, ভাবিয়া দেখহ তবে ।
কি জানি কি পুণ্যে, মানুষ হঞাছ, এবার তাহা না হবে ॥
দিলেসে পাইবা, পাইলে সে দিবা, নাপালি নাদিলি ভাই ।
দিতে নাপারিলি, নিতে কি আলিস, ইহাও শকতি নাই ॥
দেওয়া লওয়া দুই, কিছু না করিলি, তে কেনে আইলি ভবে ।
বসিয়া খাইতে উহাযে ঘুচিবে, আবার উহাযে হবে ॥
লহ লহ হরি নাম লওরে ভাই, সকল ধনের খনি ।
কহে প্রেমানন্দ, জগতে অক্ষয়, হওনা এধনে ধনী ।৮১॥

ওরে মন, যে তনু রাজ্যের তুমি রাজা ।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সে সব প্রধান জন,
পালিতে উচিত হয় প্রজা ॥

সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি মাত্র, এ তোমার দুই পাত্র,
রাজ্য বা সঁপিলি কার তরে।
কুবুদ্ধি করিয়া লুট, রাজ্য না করিল পুট,
অসত বৈ সত না আচারে ॥
কামাদি কদর্য্য যত, তারে পীড়ে অবিরত,
দমন করিতে নারে তারে।
কুবুদ্ধির সঙ্গে মিলি, দিয়া তারা কর তালি,
ডাকা চুরি করে ঘরে ঘরে ॥
রাজ মন্ত্রী করে পাপ, রাজা প্রজা পায় তাপ,
রাজ্য তার হয় ছার খার।
তুমি হও অধিকারী, তবোপর কেবা ভারী,
যে যেমন কর প্রতি কার ॥
যদি মোর কথা লও, সুবুদ্ধির পানে চাও,
প্রজাগণ সঁপ তার হাতে।
পালন করিবে সুখে, এড়াইবে সব দুঃখে,
ধর্ম্মের প্রভাব হবে যাতে ॥
যে প্রভু তোমার রাজা, করহ তাহার পূজা,
পরমাত্মা রূপে সে গোবিন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
প্রজালয়া করহ আনন্দ ॥৮২॥

ওরে মন, তুমি বা কেমন মালাকার।
নিরন্তর বৈস যায়, অবধান নাহি তায়,
এ তনু আরামে কি সুসার ॥

রোপি ভক্তি পুষ্পশ্রেণী, শ্রবণ কীর্ত্তন পানি,
সিঞ্চিতে আলিস কর তায়।
সংসার বাসনা সূর্য্য, তার কি প্রতাপ ধৈর্য্য,
দেখ তরু সে তাপে সুখায় ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সব তার পরিজন,
নিযুক্ত করহ সব তাতে।
রাত্রিদিন অবিরাম, কর সবে এই কাম,
সিঞ্চিয়া বাড়াও ভাল পাতে ॥
সাধু সঙ্গ বেড়া করি, স্বজ্ঞান প্রহরি ধরি,
সাবধানে থাকিয়া তাহায় ॥
কাম ক্রোধ আদি ছাগ, খেদাড়িয়া দিবে তাক,
জালি শাদা পল্লব চারায় ॥
পুষ্প হবে বিকসিত, দিক হবে সুবাসিত
সন্তোষে লইয়া পরিজন।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, পরমাত্মা রূপে হরি,
তাঁর পদে কর সমর্পণ ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ পূজ অনুক্ষণ,
লোভের সূতায় গাঁথ মালা।
কৃষ্ণে দিয়া এ উদ্যান, চাহিলেরে প্রেমধন,
আপনি ঘুচিবে দুঃখ জ্বালা ॥৮৩॥

রে মন, তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন, এ তোর কেমন বুক ॥

স্থাবর যোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জলজন্তু মাঝে, নব লক্ষ তারে, জলেই বসতি ভক্ষ্য ॥
একাদশ লক্ষ, কৃমিতে জনম, দশলক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে ত্রিশ লক্ষ, বানর চতুর লক্ষ ॥
মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বিলক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশত বার।
ব্রাহ্মণ কুলেতে. পরে একবার, তামস নাহিক আর ॥
কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ এমন জনমে পাপ।
শমনে, বাঁধিয়া, পুনঃ না ফেলাবে, আবার তোকেরে বাপ ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, অসত ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর, যদি এ যাতনা এড় ॥৮৪॥

ওরে ভাই কৃষ্ণ সে এ তিন লোক বন্ধু।
জীব নিজ কর্ম্মে বন্ধ, মায়াতে পড়িয়া অন্ধ,
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু ॥
নিজ শক্তি গুণ গণ, সব নামে সমর্পণ,
ন্যূনাধিক্য নাহিক বিচার।
সদাই হৃদয়ে এই, যে নাম ইচ্ছায় লয়,
যার হয় যে বর্ণ উচ্চার ॥
নাহি কালাকাল তার, শুচি কি অশুচি আর,
নাম লৈতে নিষেধ না ইতে।
কি মোর দুর্দ্দৈব হায়, হেন দয়ালুর পায়,
অনুরাগ না জন্মিল তাতে।*

---

* নাম্নাম কারি বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈব মীদৃশ মহাজনি নানুরাগঃ॥

ওরে মন পায় পড়ি, অসৎ প্রয়াস ছাড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ অতি, নামে যদি কর প্রীতি,
তবে প্রেমানন্দের নন্দন ॥৮৫॥

ওরে মন, মিনতি করিয়া ধরি পায়।
কেনে বৃথা চিন্ত অন্য, চিন্ত কৃষ্ণ পদ ধন্য,
এই ভিক্ষা মাগি যে তোমায়।
কি মিথ্যা জল্পনে রত, ডুবিয়াছ অবিরত,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অরে ভাই।
কর্ণে কৃষ্ণ লীলা গুণ, শুন তুমি অনুক্ষণ,
অন্য গীত বাদ্য দেখ নাই ॥
চক্ষু তোরে নিবেদন, এ সংসারে সর্ব্বক্ষণ,
কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ কর।
কৃষ্ণ বিনা যদি আর, যে থাকে সে ছারখার,
তাহে অতি দূরে পরিহর ॥
তোমরা বান্ধব হৈয়া, যার যে সে গুণ লঞা,
রহ সবে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণায়।
ধন্য প্রেমানন্দ জন্ম, যদি কর এই কর্ম্ম,
তবে মোর অন্তর জুড়ায়॥৮৬॥

রে মন, হরিনাম কর সার।
এ ভব নগর, দিবে বালি চর, হাটিয়া হইবি পার

ধরম করম, এ জপ এ তপ, জ্ঞান যোগ যাগ ধ্যান।
নহি নহি নহি কলিতে কেবল উপায় গোবিন্দ নাম ॥*
ভুকতি মুকতি যে গতি সে গতি, তাহে না করিছ রতি।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ায় যেমন, কহ না সে কোন গতি ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, এমন সুলভ কবে।
ভারত ভূমেতে, মানুষ জনম, আর কি এমন হবে ॥
যতেক পুরাণ, প্রমাণ দেখ না, নামের সমান নাই।
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয় প্রেমেতে তরিবে ভাই
শ্রবণ কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ, অসত পচাল ছাড়ি।
কহে প্রেমানন্দ, মানুয জনম, সফল করনা ভাড়ি ॥৮৭॥

রে মন, হরি হরি বল।
অসার ভাবনা বাঁ পায়ে ঠেলিয়া, সতত আনন্দে দোল ॥
কি ছার এ আর, কুবোল সুবোল, সে সব পচাল বৃথা।
তাহাতে যে কাল, সে কাল বিফল, আরো কি তোমার মাথা ॥
সতের সহিতে মিলিয়া খিলিয়া, হরির চরিত্র গাও।
এ বোল রাখনা, বলিয়া দেখনা, কত না আনন্দ পাও ॥
ইথে কি আলিস, শুনরে বালিশ, সকলি তোমার বশ।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, ভুবনে ঘুষিবে যশঃ ॥
ভারত ভূমেতে, মানুষ জনম, এ অতি সুকৃতি ফলে।
যে কর সে কর, এখনি করহ, কি হবে এ তনু গেলে ॥

---

* হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বলনাহে আর, তাহারা কদিন, পুনঃ সে যাইতে পারে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না বলিলা, যাইবা শমন ঘরে ॥৮৮॥

ওরে মন কৃষ্ণনাম সম নাহি আর।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ ত্যাগ, ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ,
কেহ নহে নামের সোসর ॥
যে নাম লইতে হর, প্রেমে মত্ত দিগম্বর,
বাল্মীক হইল তপোধন।
অজামিল বিপ্র ছিল, নামাভাসে মুক্তি পাইল,
নামে ভাই মাহাত্ম্য এমন ॥*
তম্বুরা লইয়া করে, হর্ষে ফিরে তিন পুরে,
দেবঋষি নারদ গোসাঞী।
সত্যভামা ব্রত ছলে, কৃষ্ণ সঙ্গে করি তুলে,
দেখাইলা নামের বড়াঞী। †

* ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ গাদ্ধাম কি মুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥

পরন্তু চৈতন্য চরিতামৃতকারও বলিয়াছেন ঃ—
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥

† স্বামী সোহাগিনী সত্যভামা ব্রতচ্ছলে শ্রীনারদকে শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেন। পরে কৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা আপত্তি করাতে, নারদকে শ্রীকৃষ্ণের ভারতুল্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা প্রভৃতি দিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কৃষ্ণের তুল্য ওজনের কোন ধন প্রদানেই সমর্থ হয়েন না। পরিশেষে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী তুলসি পত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া কৃষ্ণের অপর দিকে তুলের উপর সেই নাম স্থাপন করেন। তাহাতে নাম ও নামী তুল্য হয়েন।

অনন্ত সহস্র মুখে, যেই নাম গায় সুখে,
তবু ত করিতে নারে সীমা।
লক্ষ্য করি অর্জ্জুনকে, প্রভু আপনার মুখে,
কহিয়াছে নামের মহিমা ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।
প্রেমে উচ্চ উচ্চ করি, অবশ্য পাইবে হরি,
নাম আর নামী ভিন্ন নয় ॥৮৯॥

ওরে মন, আর কত দগধ আমায়।
গলায় বসন করি, দশনেতে তৃণ ধরি,
নিবেদন করি তোর পায় ॥
যদি কহ অন্য কথা, খাওরে আমার মাথা,
সদানন্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল।
ছাড় অন্য বৃথা কথা, কর্ণ না পাতিয় তথা,
কৃষ্ণ বিনা সব গণ্ড গোল ॥
যদি অন্য চিন্ত ভাই, তবে তোমার দোহাই,
চিন্ত কৃষ্ণ চরিত্র মধুর।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন, সঙ্গে সখা সখীগণ,
নিত্যলীলা প্রেমরস পুর ॥
না কর অসত দৃষ্ট, সর্ব্বত্রেই নিজাভীষ্ট,
স্ফূর্ত্তি করি দেখ নিরন্তর।

অসত সঙ্গ ছাড় বাপু, কৃষ্ণ কহি জিন ঋপু,
সাধু সঙ্গে রাখ কলেবর ॥
কৃষ্ণ সঙ্গ গন্ধে নাসা, করিয়া তাহার আশা,
খুজিয়া ফিরহ রাত্রিদিনে।
প্রেমানন্দ কহে মন, শ্রীকৃষ্ণ কহিতে যেন,
অশ্রুজল বহে ছুনয়নে ॥৯০॥

ওরে মন হরি হরি বল ভাই।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা, নামের সমান নাই ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া, ফিরে হনুমান, লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর, আপনে তরিলে, পাথরে বাঁধিয়া রাম ॥
দ্বারকা ভুবনে, নারদ গোসাঞী, সাধিলা আপন কাজ।
হরি হরি নাম তুল্য দেখাইল, এ তিন লোকের মাঝ ॥
গঙ্গাস্নান করে, যে করে সে তরে, না করে না তরে পুনঃ।
আর এক তার, নামের মহিমা, বিশ্বাস করিয়া শুন ॥
শতেক যোজনে, বসিয়া যে জন, গঙ্গা গঙ্গা ইতি বলে।
সবাকার পাপ মোচন হইয়া, বিষ্ণুর লোকেতে চলে ॥*
মরণ কালেতে, কোন খানে কেবা, গঙ্গায় পরশি রাখে।
তারণ কারণ, নাম বিনা আর, কে কার শ্রবণে ডাকে ॥

---

* গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো বিষ্ণুলোক সগচ্ছতি ॥

সকল কালেই, নামের প্রকট, কখন বিরাম নয়।
নামের সহিতে, রূপ গুণ লীলা, ভাবিয়া দেখিলে হয়॥
কৃষ্ণ ভু আগর, যাহার জিহ্বায় ভুবন জিনিল সে।
কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব, ভুলিয়া রহিল যে॥৯১॥

রে মন, ইহাকি তুমি না সুজ।
সাধন ভজন, এ বড় দুর্গম, বিচারি কেনেনা বুঝ॥
আশ্রয় করিছ, যে ভাব সে ভাব, স্বভাব নাগেলক্ষয়।
পুরুষ হইয়া, প্রকৃতি না হৈলে, কেমনে করিবা জয়॥
তুমি যে পুমান, এভাব সতত, স্বপনে ছাড়িতে নার।
বৃদ্ধ হৈলে কহ, এ কাজ পারিবা, এমন ভরসা কর॥
খাইতে শুইতে কখন ভুলিছ, বাকি না পড়িছে এগা।
কোটিকে গুটিক, কেহ কোন খানে, সতত সে ভাব কোথা।
ছটি রিপু তোর, সদা বলবান, আগেত তাদিকে জিন।
তবে সে পারিবা, নহেত হারিবা, ভরমে সারিবে কেন॥
এতেক বলিছি, কিছু না পারিছি, তে তোর পায়েতে ধরি।
কহে প্রেমানন্দ, তে সব পাইবা, বল হরি হরি হরি॥৯২॥

ওরে মন কি ভয় শমন করি আর।
যদি কৃষ্ণ পদে রতি, কি করিবে পিতৃ পতি, *
ইহা কেন না কর বিচার ॥
যে পদ ভরসা করি, ব্রহ্মা সৃষ্টি অধিকারী,
যে পদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন।
যে পদে গঙ্গার জন্ম, লক্ষ্মী জানে যার মর্ম্ম,
অহর্নিশি স্মরে অনুক্ষণ ॥
ধ্রুব আদি যে প্রসাদে, যোগেন্দ্র ধরয়ে হৃদে,
মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়।
দ্রৌপদী প্রহ্লাদ করি, যে পদ হৃদয়ে স্মরি,
দেখ কত সঙ্কট এড়ায় ॥
যদি কর নিজ কাজ, মিত্র হবে ধর্ম্মরাজ,
বৃথা চিন্ত অসার সংসার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, চিন্ত কৃষ্ণ-পদ দ্বন্দ্ব,
ভুবনে না রবে শত্রু আর ॥৯৩॥

রে মন একি স্মৃতি নাহিক তোমার।
যবে গুরু কৃপা করি, মন্ত্র দিল কর্ণ ধরি,
তাহা কেনে না কর বিচার ॥

---

* যদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি মতিচ পদ পঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কাচিন্তা মরণে রণে ॥

পুষ্প দিয়া গুরু পায়, দেহ সমর্পিয়ে তায়
সেই কালে করি আত্মসাৎ।
ধর রূপ নাম মূর্ত্তি, সেবা অনুগত স্থিতি,
সব তত্ত্ব কহিছে তোমাত ॥
আপনা চিনিয়া লহ, কিসে এ আমার কহ,
তোর মোর বল কি সাহসে।
যদি কর অনু দিশ্য, কোথা গুরু কোথা শিষ্য,
তবে বাঁধা যাবে কর্ম্ম ফাসে ॥
যদি বল সে দেহেতে, সতত থাকিলে তাতে,
এ দেহ চেতন থাকে কায়।
চেতন না থাকে যবে কে করে আহার তবে
অশন নহিলে দেহ যায় ॥
তবে শুন তার মর্ম্ম, গোপীকার ভাব ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ সুখে সকল আচার।
বেশ ভূষাদি অশন, কৃষ্ণে সব সমর্পন,
দেহে আত্ম সুখ নাহি তার ॥*

* চৈতন্য চরিতামৃতে কাম প্রেমের প্রভেদ দেখুন। এবং মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের এই কয়েকটি পংক্তি পাঠ করুণ ঃ—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপী ভাব বর্য্য ॥

সেখানে এখানে এক, ভেবে দেখ পরতেক,
বিনা ভাবে সকলি অন্যায়।
প্রেমানন্দ কহে মন, ভাবে ডুব অনুক্ষণ,
ভাব সিদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বথায় ॥৯৪॥

রে মন, তুমি কি ভাঁড়াম কর।
সেবক হএ্যাছি, আশ্রয় কৈর‍্যাছি, কিসে এ গরব ধর ॥
সেবক বলিয়া এ তিন আখর, তিনের তিনটি কাম।*
তা যদি না কর, কিমত আচর, সে কিসে সেবক নাম ॥
"সে" আখর করে, গুরু সেবা সদা, স্বীকার গুরুর বাক্।
তা ছাড়ি সেবিলি, স্ত্রীবাক পালিলি, "সে" ঘুচি রহিল "বক" ॥
বৈষ্ণব সহিতে, বাসুদেব ভজ, ফুকারি কহিছে "ব"।
তাহা না শুনিলি, অসতে মজিলি, "ব" ছাড়ি রহিল "ক" ॥

নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥"

পুনশ্চঃ—"আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার। কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে কৃষ্ণ অনুরাগ ॥" —আদির চতুর্থে।

* সেবক শব্দ সে-ব-ক এই তিনটী যোগে গঠিত। কবি এই তিন অক্ষরের তিনটী কার্য্য কল্পনা করিয়াছেন। যথা, "সে" র কার্য্য (গুরু) সেবা ও (গুরু) বাক্য পালন। "ব" র কার্য্য বৈষ্ণব সহ বাসুদেব ভজন; "ক" র কার্য্য কৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান।

"ক" বলে কহনা, কৃষ্ণের চরিত্র, শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান †।
ভাবলি কখন, সংসারে মগন, "ক" গেল করিয়া মান ॥
একে একে দেখ, তিনেই ছাড়িল, কপতি হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ, তে যম কিঙ্কর হাতে বাজাইছে তালি ॥৯৫॥

রে মন সাধন জান কি কাছে।
আপনা চাহিয়া, সমাহিত হও, সাধন বুঝহ পাছে॥
যেন আম্রফল, কষায় অম্বল, মধুর বসিলে পাকে।
কষা ছাড়ি অম্ল, ক্রমেতে মধুর, মধুরে কষাকি থাকে॥
তেমতি জানিবা, পোষক সাধক, সিদ্ধিতা অনেক দূরে।
পোষকে থাকিবা, সিদ্ধির আচার, কি সাধন বলি তারে॥
কষার অভাবে, অম্ল বৈসয়ে, পোষকে সাধকে এই।
অম্ল ঘুচিলে, মধুর বলিয়ে, সাধক সিদ্ধির সেই॥
স্বভাব ছাড়িলে, অনর্থ নিবৃত্তি, সাধন ইহার পরে।
বীজ না রোপিয়া, কোটা বাঁধ আগে, ফল পারিবার তরে॥
জিহ্বার আলিসে, হরি না বলিস্, কেমনে করিবে সেবা।
কহে প্রেমানন্দ, এযে বড় ধন্দ, কথার বাণিজ্য এবা ॥৯৬॥

---

† শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্ম নিবেদনম্॥"

বিষ্ণু ভক্তির এই নব লক্ষণ।

রে মন, ঘর ছাড়িলে কি তরে।
যত পশুগণ, বনেতে নিবাস, তবুত তরিতে নারে ॥
সাধন ভজন, কথায় কহিছ, অন্তর রাখিছ কাজে।
শমন রাখিতে, ভরম করিছ, ধরম ডুবিল তাতে ॥
প্রেমের আচার, লোকের প্রচার, মদনে মাতিছ সুখে।
যাহার পরশে, সে প্রেম বিনাশে, তাহারে ধরিছ বুকে ॥
স্বভাব ছাড়িতে, যদি না পারিছ তে কেনে ভাঁড়িছ লোক।
কহে প্রেমানন্দ, স্বভাব না গেলে. ভরমে নাশিবে তোক ॥৯৭॥

রে মন, কি করে বরণ কুল।
কোন কুলে কেনে. জনম না হয়, কেবল ভকতি মূল ॥*
কপি কুলে ধন্য বীর হনুমান, শ্রীরাম ভকত যাঁর।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে. ঈশ্বর সভার মাঝ।

* নীচকুলে জন্ম হইলেও ক্ষতি নাই, কেননা যে ভগবানের ভজনা করে, সে নীচ হইলেও উচ্চ। শ্রীভাগবতে যথাঃ—

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।
হরিভক্তি বিহীনেন দ্বিজোপি শ্বপচাধম ॥"

অপিচ, পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবতে যথা ঃ—

"অহোবত শ্বপচোতো গরীয়ান্।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নামতুভ্যম্ ॥"

দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশ।
স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট শ্রীহরি, হইয়া যাহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডাল বর।*
বলনা কি কুল, বিদুরের ছিল,† খাইল তাঁহার ঘর॥
দেখনা কেমন সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই।৯৮।

ওরে মন ভাব সিদ্ধি কেবল নিশ্বাস।‡
সাক্ষাতে আছয়ে রত্ন, তাহাতে না কর যত্ন,
কিবা হবে খুঁজিলে আকাশ॥

---

* ভগবানের (শ্রীরামচন্দ্রের) সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন ইত্যর্থ।

† বিদুর দাসীপুত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া ভগবান তদীয় গৃহে শক্তু ভোজন করিয়াছিলেন।

‡ ভাবের সিদ্ধি, অর্থাৎ যে যে ভাবে ভজনা করে, সে সেই ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। সিদ্ধি লাভ করিবার প্রধান ও প্রথম উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম শব্দের অর্থ এই;—দেবতার নাম বা কোন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নাসিকার এক ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ, পরে অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু বিসর্জ্জন এবং একারন্তেই পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত দ্বার দ্বারা ঐরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচক।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত এক, নাহি দেখ পরতেক,
কৃষ্ণবাক্য ভগবদ্গীতাতে। *
তাহাতে নহিল মতি, শূন্যআঁখি পারিকতি,
করে মুকুর দেখ কিরূপেতে ॥
যদি না আস্বাদ জানে, নিকটে থাকেনা কেনে,
কিবা বস্তু জানে সে কেমনে।
বনে অলি পদ্ম সরে, খুঁজি মধুপান করে,
কাছে থাকি ভেকে তা না জানে ॥
যীর সঙ্গে প্রীতি যার, দূর ও নিকট তার,
পদ্মভানু কুমুদচন্দ্র সাক্ষী।
শিখিনী উন্মত্তা হৈয়া, নাচে পুচ্ছ পসারিয়া,
গগনে জলদ পুঞ্জ দেখি ॥
অনিত্য যে নিত্য হয়, যদি কর সুপ্রত্যয়,
অসাহস কেন কর ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মতি, স্বভাব জানিয়া রতি,
দৃঢ় কর তবে কি হারাই ॥ ৯৯।

ওরে মন কি তোর বুঝিবার ভুল।
কহিছ বেদের পার, করিছ নিষিদ্ধাচার,
ভাবি দেখ আপনার মূল ॥

---

* স মোহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তিতুমাংভক্ত্যা ময়িতে তেষুচাপ্যহং ॥

মুক্তিকে ঐশ্বর্য্য বলি, দূরেতে দিয়াছ ফেলি,
ইঙ্গিতে বুঝাও এই তত্ত্ব।
অনিত্য অসার অর্থ, সে ভাল সদাই প্রার্থ,
তা লাগি রজনী দিবা মত্ত॥
নির্হেতু যাজন কর, হেতুসে ছাড়িতে নার,
কথায় বিরক্ত এ সংসার।
সর্ব্বস্ব বলিছ যার, দিতে এক বট তার,
সে চাহিলে কহ আপনার॥
কহ ভক্তি বৃন্দাবন, ঘরে সুখ বাস মন,
ভালবাস বরণ ভূষণে॥
সন্তুষ্ট মানিছ মনে, মহা ক্রোধ অপমানে,
আত্মসুখ ঘুচিল কেমনে।
কহিছ গোপীর ধর্ম্ম, কি বুঝিছ তার মর্ম্ম,
স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে॥
দেখিয়া পাইছে সুখ, প্রকৃতি বাঘিনী মুখ,
সর্ব্বাত্মা সহিত যেই গিলে॥
কহে শুন প্রেমানন্দ, বিচারিলে সব ধন্দ,
কহিলে শুনিলে কিবা হয়।
কৃষ্ণ বল অবিরত, কহ এই প্রেম পথ,
নির্ম্মল হইবে সুনিশ্চয়॥১০০॥

ওরে মন সাধু সঙ্গ পরম কারণ।

ক্ষণে সাধু সঙ্গ করে, পাপ তাপ দৈন্য হরে,

কৃষ্ণচন্দ্র করায় স্ফুরণ ॥

কর্ম্ম যোগ* নানা ধর্ম্ম, সাংখ্য যোগ† আদি কর্ম্ম,

তপস্ত্যাগ বেদ পাঠ সাধি।

মহাপুর মহাঘর, কূপ দীঘি সরোবর,

ব্রত দান পুণ্য নিরবধি ॥

বহু যজ্ঞ করে যত্নে, বহু মান্য ধন রত্নে,

বিবিধ দক্ষিণা সমর্পণ।

সংযম নিয়ম কত, পৃথিবীতে হয় যত,

করে নানা তীর্থ পর্য্যটন ॥

এতরূপে কৃষ্ণ প্রভু, কারো বশ নহে কভু,

সাধু সঙ্গ বিনা কেহ নারে।

* চিত্তশুদ্ধি জনক বৈদিক কর্ম্মের নাম "কর্ম্ম যোগ"। ইহা দ্বিবিধঃ—নিষ্কাম ও সকাম। প্রথমটী আত্মজ্ঞানের কারণ, দ্বিতীয়টী ভোগের কারণ। কিন্তু প্রথমে সকলকেই সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়; চরমে সকাম কর্ম্ম হইতেই নিষ্কাম কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এবং সেই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞান বলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রে কর্ম্ম যোগ প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

† চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক কপিল প্রণীত দর্শন শাস্ত্রের নাম সাংখ্যদর্শন; এই দর্শন সম্মতঃ যোগের নাম সাংখ্য যোগ। প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত, স্থূল পঞ্চ ভূত, ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

সাধু সঙ্গে ভক্তি ভাস, অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ,
কৃষ্ণ প্রেম সুলভ তাহায় ॥
নারদের সঙ্গ হৈতে, ব্যাধ হৈল ভাগবতে,*
প্রহ্লাদ শিখিল গর্ভ মাঝ ।†

---

* একদিন নারদ ঋষি বৈকুণ্ঠ হইতে ত্রিবেণী স্নানে গয়াতীর্থে গমন করিতে-ছেন, পথে একটী অর্দ্ধমৃত মৃগ, একটী শূকর ও একটী শশক ঐ অবস্থাপন্ন দেখিতে পাইলেন। আর কতক দূর যাইয়া দেখেন এক ব্যাধ পক্ষী শিকার জন্য গুত পাতিয়া আছে। নারদ ব্যাধকে কহিলেন, ভবিষ্যতে তুমি যে সকল পক্ষী শিকার করিবে, তাহাদিগকে এক কালে মারিয়া ফেলিবে, নচেৎ পক্ষীগণ অত্যন্ত বেদনা পাইয়া তোমাকে শাপ দেয়, তাহাতে তোমার নরক হইবে। ব্যাধ মুনির কথায় ভয় পাইয়া কহিল, তবে আমি কি করিব? নারদ কহিলেন, অগ্রে তোমার ধনুর্ভঙ্গ করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, পরে তোমাকে উপদেশ দিব। ব্যাধ কহিল, তাহা হইলে কিরূপে আমাদের দম্পতির ভরণ পোষণ চলিবে? নারদ বলিলেন "আমি তোমাদিগকে আহার দিব।" ব্যাধ ধনুর্ভঙ্গ করিয়া ঋষির সমীপে উপস্থিত হইলে, নারদ কহিলেন "ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন। এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন॥ নদীতীরে এক খানি কুঁড়িয়া করিয়া। তার আগে এক পিণ্ডি তুলসি রোপিয়া॥ তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী —সেবন। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করহ কীর্ত্তন॥" ব্যাধ তাহাই করিল, সে বৈষ্ণব হইয়াছে শুনিয়া গৃহস্থগণ তাহাকে অন্ন প্রেরণ করিতে লাগিল। কালে সেই ব্যাধ পরম সাধু হইয়াছিলেন। চৈ চ মৃত ২৪ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

† "দেবগণ কর্তৃক দানবেরা পরাস্ত হইলে, দেবগণ দানবপুরী ভস্মসাৎ করি-লেন। ইন্দ্র প্রহ্লাদের মাতাকে হরণ করিয়া স্বভবনে লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথা উপস্থিত হইয়া কহিলেন "এই নিরপরাধ রমণীকে লইয়া যাওয়া তোমার উচিত হয় না। হে মহাভাগ! সাধ্বী পরস্ত্রীকে মোচন কর—মোচন কর।" ইন্দ্র কহিলেন "ইহার গর্ভে দৈত্যরাজের দুঃসহ বীর্য্য

পঞ্চ বৎসরের কালে, ধ্রুব সাধিলেন হেলে,*
জড় ভরত † হৈতে রঘুরাজা ॥
হরিদাস ঠাকুর সনে, এক বেশ্যা একদিনে,
তিন লক্ষ হরিনাম কৈল।
কি হবে আমার গতি, হেন সাধু সঙ্গ প্রতি,
প্রেমানন্দের মন না ভুবিল ॥১০১॥

আছে, অতএব যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমার আবাসে থাকুক পুত্র জন্মিলে ইহাকে পরিত্যাগ করিব।" নারদ কহিলেন "হে দেবরাজ! গর্ভস্থ বালক নিষ্পাপ, মহা ভাগবত, নিজ গুণে মহৎ, অনন্তের অনুচর এবং পরাক্রান্ত অতএব ইহাকে মারিতে পারিবে না।" নারদ বাক্যে সুরপতি সেই ললনাকে পরিত্যাগ করিলে, নারদ তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। পরে প্রহ্লাদ স্বীয় বয়স্যদিগকে বলিলেন "সেই গর্ভবতী সতী নিজ গর্ভের মঙ্গলার্থ ইচ্ছা প্রসব কামনা করিয়া পরম ভক্তি পূর্ব্বক ঋষি পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ক্ষমতা শালী দয়ালু ঋষি আমাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানোপদেশ করিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

* বিমাতা সুরুচির দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হৃদয় হইয়া ধ্রুব পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করেন। তথা মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষি তাঁহাকে সাধন মন্ত্র শিক্ষা দেন। ধ্রুব সেই মন্ত্র অভ্যাস করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী মধুবনে যাইয়া তপস্যা করেন এবং নানা বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সিদ্ধ হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† জড়ভরত ব্রাহ্মণ বিশেষ জন্মান্তরে ইনি রাজর্ষি ভরত ছিলেন। মহাত্মা ভরত মৃত্যুকালে মৃগের বিষয় চিন্তা করাতে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া জন্মান্তরীন বৃত্তান্ত সর্ব্বদা স্মৃতি পথে আরূঢ় হইয়া সঙ্গত্যাগ বাসনায়

ওরে মন সাধুসঙ্গে করহ বসতি।
যদি কর্ম্মপাশ বন্ধে, মগন করয়ে অন্ধে,
যদি কুল বিহীন উৎপত্তি॥
যদি পশু পক্ষি কৃমি, জন্মিয়া জন্মিয়া ভ্রমি,
সতত করায় গতাগতি।
যেমন তেমন স্থানে, গৃহে বা পথে বা বনে,
তাঁহা কেন না হয় বসতি॥
থাকে যেন এই সূত্র, দৃঢ়চিত এই মাত্র,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি মতি।*

জড়বৎ অবস্থান পূর্ব্বক জড় নামে বিখ্যাত হয়েন। বিষ্ণু পুরাণ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সৌবীর রাজ শিবিকারোহণে কপিলা শ্রমে যাইতেছিলেন। মৌনব্রতা বলম্বী ভরত, একজন শিবিকা বাহকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া, ধীরে ধীরে যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সৌবীর রাজ শিবিকা বাহককে কহিলেন তুমি সবল ও স্থূলকায় হইয়াও কেন এ প্রকার গমন করিতেছ। এই উপলক্ষে রাজা ও শিবিকা বাহক মধ্যে যে সকল দার্শনিক বিচার হয়, তাহাতে সৌবীর রাজের পরমার্থ জ্ঞান জন্মে। সৌবীর ও সিন্ধুরাজের নাম শ্রীমদ্ভাগবতে "রহূগণ" দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় কবি "রহূগণ" শব্দটী ছন্দানুরোধে "রহু" করিয়াছিলেন; পরে বটতলার প্রসাদে "রহু" রাজ, "রঘুরাজে" পরিণত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৮ম হইতে ১২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে বা মোহে নিমগ্ন হও; যদি নীচকুলে তোমার জন্ম হয়; যদি তোমাকে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গরূপে নানা যোনি ভ্রমন করিতে হয়; তুমি যে স্থানে যে অবস্থায় কেন থাকনা, তোমার কর্ম্মের মূলসূত্র যেন এই থাকে যে, সাধুসঙ্গে বাস করিবে এবং দৃঢ়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি মতি রাখিবে। তাহা হইলেই সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি হইবে ইত্যাদি।

ঘুচিবে সকল দুঃখ, পাইবে অশেষ সুখ,
বুঝি কর শ্রীকৃষ্ণে ভকতি ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান যোগ, স্বর্গ মোক্ষ ভুক্তি ভোগ,
কৃষ্ণ সেবানন্দ ইহা বিনে।
যদি ইথে কোন ক্ষণ, বাঁধ তায় আমার মন,
তবে যেন হয়ত মরণে ॥
রাধাকৃষ্ণ দুটী নাম, জিহ্বা যেন অবিরাম,
দুই গুণ লীলাতে শ্রবণ।
কহে প্রেমানন্দ দিনে, দুহুঁ চিন্তা অনুক্ষণে,
রূপে যেন থাকয়ে নয়ন ॥ ১০২।

রে মন, ভাবিয়া দেখনা ভাই।
যেতোর জীবন, জীইছ যাহাতে, চিনিতে নারিলি তাই ॥
লোচন বচন, শ্রবণ শকতি, এসব যাঁহার সাথে।
মায়েরে ভুলিয়া, আমার বলিয়া, মজিলি অসত পথে ॥
সে যবে নড়িবে, এ দেহ পড়িবে, তাবিনু তিলেক মিছা।
সৃজন পালন, প্রলয় সকলি, কেবল তাহার ইচ্ছা ॥
মায়া না সৃজিয়া, দয়া না করিছে, যাহাতে সংসার তরে।
এবেস্ত পুরাণ, কত উপদেশ, তবু যে বুঝিতে নারে ॥
অন্তরে থাকিয়া, যতেক মমতা, বাহিরে চিনিবি কত।
অচিনারে চিন, চিনারে না চিন, চক্ষু স্বত্বে অন্ধ এত ॥

এক যে চিনিল, অনেক জানিল, একই অনেক তার।
কহে প্রেমানন্দ, বিনা পরিচয়ে, তা সনে সম্বন্ধ কার॥ ১০৭॥

রে মন, সচেতনে থাকনারে ভাই।
শমন সদন, অন্ধকার যেন,
এখন জানহ নাই॥
সকল টুটিল, নিশান উঠিল,
দেখনা পাকিল কেশ।
দশন নড়িল, "গরদ পড়িল,
আসিয়া চড়িল দেশ॥"
লোচন ঘাটিল, বচন ভাটিল,
শ্রবণ পশিল ডরে।*
দেখিয়া বিপত্তি, করিয়া যুকতি,
অলপে অলপে সরে॥
অস্থি শুকাইল, বলয়ে টুটিল,
পল পলাইল পাছে।
চর্ম্ম যে গলিল, মণীষা চলিল,
প্রমাদ ফলিল কাছে॥

* জরার আক্রমণে ভীত হইয়া কর্ণদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল। অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির হ্রাস হইল।

সকলে জাগিল, আলিস জাগিল,
কখন ঢুকিয়া ঘরে।
করি কোন ছল, কর পদ গল,
বাঁধিয়া লইবে চোরে ॥
রে মন পাগল, হরি হরি বল,
চেতন থাকিয়া কাজে।
কহে প্রেমানন্দ, শুনিয়া আনন্দ,
শমন পলাবে লাজে ॥১০৪॥

এখন(১) দেখনারে মন কাণা।
সময় জানিয়া, শমন কিঙ্কর, দুয়ারে বসাইল থানা ॥
বিপত্তি দেখিয়া, আগে পলাইছে, সঙ্গের সঙ্গীয়া যত।
বুঝিতে নারিয়া, মিছা দুরাশায়, হাঁচিড়ি মরিলি কত ॥
শ্রবণ দুয়ারে, কপাট পড়িল, নয়নে নিভাইল বাতি।
চিকুর নিকর, আপনা ছাড়িল, দশন ছাঁড়িল পাঁতি ॥
বচন রচন, কোথা লুকাইল, শবদ হইল ঘোর।
চলিতে ফিরিতে, নটর পটর, পিছে পিছাইল জোর ॥
মাংস কষিল, রুধির শুষিল, বিকল হইল কল।
এ আমি আমার, তবু না ঘুচিল, সম্মুখে ধরিবে কল ॥
উঠিতে বসিতে, বাপমাও শব্দ, শ্রীহরি বলিতে লাজ।
কহে প্রেমানন্দ, আর কি বিলম্ব, শমন-নগরে সাজ ॥১০৫॥

---

(১) এমন—পাঠান্তর।

রে মন, তোমারে কহিনু সার।
এ তিন ভুবন, চাহিয়া দেখনা, মানুষ পাবেনা আর ॥
ভাবিয়া বুঝনা, দেবের শকতি, ক্ষীরোদে যাইতে নারে।
ভারত ভুবনে, সাধিতে পারিলে, হাটিয়া গোলোক ধরে ॥
সে সেই মানুষ, ত্রিবিধ প্রকার, সহজ সভার বড়।
কর জোড়ে এথা, দেব কি গন্ধর্ব্ব, মানুষ দুয়ারে জড় ॥
মানুষ ভজিলে, মানুষ চিনিলে, সে জন মানুষ হয়।
সুখের সাগরে, সে রহে সতত, ভুবন করিয়া জয় ॥
এমন মানুষ, নামিলে কখন, যাবত অজ্ঞান ঘুচে।
লোকের ভিতরে, মানুষ খুঁজিলে, কোটিকে গুটিক আছে ॥
আকৃতি দেখিয়া, কেচিনে মানুষ, মানুষ আচরে তারা।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে, মানুষ চিনিবে কারা ॥১০৬॥

রে মন, মরণ কয় কি ডর।
সংসারে জনমি, কে আছে অমর, মরণ কাহার পর ॥
শরীর ছাড়িলে, মরণ কহিয়ে, বোল যে কাহার নাই।
মানুষ মরিয়া, কুযোনি যায়ত, মরণ গণি যে তাই ॥
মানুষে আসিয়া আপনা সাধিয়া, মরিয়া মানুষ হয়।
পুরাণ ঘুচিয়া নবীন হয়ত, কে তারে মরণ কয় ॥
মুনি সব আগে গোবধ করিত, গো মেধ যজ্ঞের লাগি।
যে মরে সে হয় কিবা অপচয়, তেঞি না বধের ভাগী ॥

জরত্ব যাইয়া, যুবক সে তার মরণ হইল লাভ।
তবে সে মরণ, না করি গমন, বেদের এই সে ভাব॥
যমকে বাঁচিয়া, মানুষ মরিয়া, মানুষ হওত ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, তে তোর মরণ নাই॥১০৭॥

রে মন, বিচারি কেন না চাও।
দেখ ভব রোগ, তে কেনে ঘুচেনা, কত না ঔষধি খাও॥
কত না করিছ প্রসাদ সেবন, চরণ ধোতের জল।
এ সব ঔষধি, পান কর তবু, ধাতুতে নাহিক বল॥
জিহ্বার পরশে, যে হরি নামেতে, প্রেমেতে ভাসায় তনু।
সে নাম লইতে, আর্দ্র নহিলি, লোহার পিণ্ড সে জনু॥
ভাবিয়া দেখনা, ঔষধে কি করে, কুপথ্য ছাড়িতে নারো।
কুপথ্য থাকিতে, রোগ না ছাড়িবে, অরুচি বাড়িবে আরো॥
অনুপান জানি, ঔষধি খাওত, রোগের দমন হবে।
এখনি তা যদি, বুঝিতে না পার, তা আর জানিবে কবে॥
ক্ষুধাটী বাড়য়ে, রুচিটী জনমে, কথাতে আনন্দ হল।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে জানিহ, ঔষধি ধারণ ফল॥১০৮॥

সম্পূর্ণং।

প্রথম পরিশিষ্ট।

অ।

অপাঙ্গ—নয়ন প্রান্ত।

অভ্রম—নিশ্চয়।

অধর—অধীর।

অজ—ব্রহ্মা।

অতএ—অতএব।

অনুগতি—অনুগত, আনুগত্য।

অবু—এখনও।

অবধান—মনোযোগ।

অশন—ভোজন।

অসতাই—অসতের ভাব।

আ।

আউলঝাউল—এলোমেলো, এলোঝেলো।

আন্ধি—চর্ম্মের ঠুলি।

আর্ত্তি—উগ্রইচ্ছা।

আবালতাবাল—এলোমেলো।

আগুয়ান—অগ্রে।

আজ্ঞাকর—আজ্ঞাকারী

আই—আয়ু।

আন—অন্য।

আলসে—আলস্যে।

আঁধে—অন্ধ।

ঈ।

ঈশ্বর—দেবতা বা নমস্য, ব্যক্তিগণ।

উ।

উষিপুষি—বৈরক্তি। পূর্ব্ববঙ্গে "উছ্‌পিছ্‌" বলে।

এ।

এবে—এখন।

এড়াই—ছাড়ি, পরিত্যাগ করি

এলি—আইলি, আসিলি।

এড়—পরিত্যাগ কর।

এবা—এই।

ও।

ওর—সীমা।

ক।

কতি—কোথায়।

কমলঅক্ষ—রাজীব লোচন, শ্রীকৃষ্ণ।

করম—কর্ম্ম।

কাঠি—চটা।

কাচ—সাজ, সাজঘর।

কায়—কাহার।

কল্প—ব্রহ্মার একদিন। মনুষ্যের ৮৬৪০০০০০০০ বৎসর।

কানি—নেকড়া, জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড।

কাড়ুবারি—কাউকাবাড়ি, কোলাহল।

কাম—বাসনা।

কুটারি—কুঠরি, কোঠা, গর্ত্ত।

কুকড়ী মেকুড়ী—কোচরমোচড়, অনিচ্ছা।

কুহর—অন্ধকার।

কুটি নাটি—নীচতা, বক্রতা।

কেরয়াল—হাইল।

কৈল—করিল।

কোর—ক্রোড়, কোল।

কোট—জেদ।

কোটা—লগা, ফল পাড়িবার আকর্ষি।

ক্ষীর—দুগ্ধ।

খ।

খরব—খর্ব্ব।

খেদাড়িয়া—তাড়াইয়া।

গ.

গলিল—পলিত হইল।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গীয় গায়ক।

গড়—দুর্গ।

গন্ধ—চুয়া, চন্দনাদি।

গায়ের—গাত্রের, শরীরের।

গাঢ়—ঘনিষ্টতা।

গুটিক—একটা।

গুমান—গর্ব্ব।

গোঙালি—কাটালি।

গোঁয়ার—গোমার, রাগী।

গোমেধ—গোসব নামক যজ্ঞ বিশেষ।

ঘ।

ঘাটিল—কমিল।

ঘাটে—কমে।

চ।

চারা—ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

চাকিছ—স্বাদ

চামের দড়ি—চর্ম্মনির্ম্মিতরজ্জু।

চিয়ায়—জাগ।

চৌটি—আয়ুর চতুর্থভাগ।

চিকুর—চুল।

ছ।

ছলা—ছল।

ছাড়ি—ছাড়াইয়া।

ছিণ্ড—ছিঁড়, ছিন্নকর।

জ।

জড়ি—জড়িত, মাথা মাখি।

জাগিল—জাগ্রত।

জীয়—জীবিত থাক।

জীবা—বাঁচিবা।

জীইছ—বাঁচিছ।

জুয়ায়—যুক্তি সিদ্ধ হয়।

জোর—বল।

ঝ।

ঝাড়ু—ঝাঁটা।

ঝাটে—ত্বরা।

ঝাটি—মার্জ্জন।

ঝুটা—উচ্ছিষ্ট।

ঝুর—ক্রন্দনকরে।

ট।

টাটি—বেড়া।

ড।

ডাকা—ডাকাতি।

ডারে—ফেলে।

ডালি—ছড়াইয়া।

ঢ।

ঢঙ্গ—ভাব, তামাসা।

ঢলাও—গর্ব্বের সহিত প্রকাশ কর।

ত।

তাথি—তাহাতে।

তু, তো—তুমি।

তুণ্ড—বদন, মুখ।

তিক—ধিক্কার।

তীরথ—তাথ।

তে—তবে, তাহাতে, সেইজন্য।

তামস—অহঙ্কার।

তেলাগি—তজ্জন্য।

তেসব—দুইজন সঙ্গী।

তোমাৎ—তোমাকে।

তোক—তোরে।

তাক—তাহার।

দ।

দড়—দৃঢ়।

দণ্ডধর—যম।

দগধ—দগ্ধকর।

দুরবল—দুর্ব্বল।

দুরমতি—দুর্ম্মতি।

দৈন্য—দীনতা, নম্রতা।

দোসর—একজন সঙ্গী।

দোল—দোলা।

দোঁহার—উভয়ের, রাধাকৃষ্ণের।

দৃগঞ্চল—নয়নপ্রান্ত।

দ্বন্দ—যুগল।

ধ

ধর—ধারণ কর।

ধার—ঋণ।

ধালি—ধাবিত হইলি।

ধেয়ায়—ধ্যান করে।

ন।

নন্দন—আনন্দ।

নালায়—কাতরভাবে, লালায়িত হইয়া।

নাশফাঁদা—নাশের জন্য জাল।

নাট—নৃত্য।

নাক তোলাই—গর্ব্ব বা অভিমানের চিহ্নস্বরূপ নাসিকা আকুঞ্চন।

নিতা—নিমন্ত্রণ, মিত্রতা।

নিঁদ—নিদ্রা।

নিত—নিত্য, প্রত্যহ।

নৈষ্ঠি—নিষ্ঠা।

প।

পরচার—প্রচার।

পরসন্ন—প্রসন্ন।

পচাল—অসার কথা।

পবন—নিশ্বাস প্রশ্বাস, প্রাণবায়ু।

পড়—পতিত হও, মর।

পলক—পল, বা চক্ষের নিমিষ।

পরক—প্রমাণ, পরীক্ষা।

পঙ্গু—খঞ্জ, খোঁড়া।

পত্তন—প্রস্তুত করা, আরম্ভ করা।

পরতেক—প্রত্যক্ষ।

পল—মাংস, পরিমাণ বিশেষ।

পাড়িলি বাজ—বাধা দিলি, ব্যর্থ করিলি।

পাড়ি—এক পার হইতে তন্য পার যাওয়া, অতিবাহিত করা।

পাগলাই—পাগলামো।

পাক—ঘূর্ণাজল, বিপদ।

পানি—জল।

পাছাড়ে—আক্রমণ করে।

পারাবার—সমুদ্র।

পুমাণ—পুরুষ।

পিতৃপতি—পিতৃলোকের কর্ত্তা, যম।

পুট—আবরণ, রক্ষা।

পুছে—জিজ্ঞাসা করে।

পিছু—পশ্চাৎ, পরিণাম।

পূরব—পূর্ব্ব, জন্মান্তরীন।

প্রকট, স্পষ্ট, ব্যক্ত।

ফ।

ফুকারে—ডাকে।

ফ্‌ূরণ—স্ফ্‌ূরণ, প্রকাশ পাওয়া।

ব।

বড়ি—বড়।

বট—কড়া।

বড়াঞী – মাহাত্ম্য।

বাঁ—বাম।

বালিশ—মূর্খ।

বাজ্র—বজ্র।

বাটপাড়—পথে যে ডাকাতি করে।

বাট—পথ।

বাই—বাহিয়া, দাঁড় টানিয়া।

বাটয়ে—বিতরণ করে।

বাড়ি—আঘাত।

বাত—কথা।

বাসহ—ভাব।

বাড়া—অধিক।

বরণ—বর্ণ, জাতি।

বিকালি—বিক্রিত হইলি।

বিট—মুষিক, ইন্দুর।

বিরয—বৃষ, যুপকাষ্ঠ।

বাম—বৈমুখ।

বাস—বোধকর।

বোল—বাক্য।

বৃষভানুজ—রাধা।

ব্যাপার—বাণিজ্য।

বেড়ে—বেড় জালে।

বেড়ে পড়—আবদ্ধ হও; যদি কোন ক্রমে তথা যাও বা উপস্থিত থাক।

ব্যাজ—বিলম্ব।

বিনু—ব্যতীত।

ভ।

ভব – শিব।

ভাটিল—জড়তা জন্মিল।

ভাগিল—প্রস্থান করিল।

ভাস—দীপ্তি, প্রকাশ।

ভারা—ভার, বোঝা।

ভারী—বড়, শ্রেষ্ঠ।

ভাটি—ভাটা, হ্রাস

ভারিভুরি—টালমটাল।

ভাণ—ছল।

ভিন—ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

ভুকে—খেউ খেউ করে, শব্দ করে।

ভুক্তি—ভোজন, ভোগ।

ভেটি—সাক্ষাত করিতে।

ভেজায়া—প্রদান করিয়া লাগাইয়া

ভোর—মগ্ন।

ম।

মদে—আনন্দে, গর্ব্বে, সুরায়

মগন—মগ্ন।

মন (মোন)—চল্লিশ সের।

মিতালি—মিত্রতা।

মূল—মূলধন।

মুটরি—সঞ্চয়।

য।

যুত—সুবিধা, সুখ।

যক্ষ—কুবেরের অনুচর।

যাচি গিয়া—সাধিয়া গিয়া।

যবে—যখন, যে জন্মে।

র।

রাতি—রাত্রি।

রাখহ—ঠেকাও, নিবারণ কর।

রাজি—সম্মত।

ল।

লব—একবিন্দু সময়, কণা।

লড়িয়ে—নড়িয়া।

লটর পটর—আমোদ, আহ্লাদ।

লুকাই—লুকাইয়া।

শ।

শিশ্নোদর চেষ্টা—আহার ও মৈথুনের চেষ্টা।

স।

সংহতি—সঙ্গে।

সারহ—সামাল দেও।

সারি—নাবিকদিগের গান।

সরে—সরোবরে।

স্ফূর্ত্তি—বিকাশ, হর্ষ, কম্প।

সোসর—সমান।

সেহ—সে, তাহা, মনুষ্য দেহ।

সেথা—ঈশ্বরের নিকট, পরকালে

সোর—গণ্ডগোল।

সেবাত্রি—সেবাতে।

স্মের—ঈষৎ হাস্যযুক্ত, বিকসিত স্পষ্ট।

ষোড়শ—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র প্রদীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত। শ্রাদ্ধকালে এই ষোড়শ প্রকার দ্রব্য দান।

হ।

হেথা—এখানে, পৃথিবীতে।

হেলে—অনায়াসে।

হেল—হেলিয়া পড়।

হাঁচরি পাঁচরি—হেঁচড় পেঁচড় করিয়া, আগ্রহাতিশয্য সহ।

হাঁচিড়ি—চেষ্টা করিয়া।

হঠ—হঠ কারীতা।

হানা—আক্রমণ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

১৭০০ শকাব্দের মধ্যভাগে শ্রীল গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ঐ বৈষ্ণব জগত প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি বা মহাজনদিগের রচিত প্রায় সমস্ত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে প্রেমানন্দ দাসের একটী পদও দৃষ্ট হয় না। ইহাতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা যে, প্রেমানন্দ-দাস মহাজনকল্প হইলেও মহাজন নহেন, এবং তাঁহার পদাবলীও মহাজনী পদাবলীর অন্তর্গত নহে। অন্ততঃ ইহা নিশ্চয়

যে, তদ্রচিত মনঃশিক্ষা পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলনের পরে রচিত হয়; এবং তিনও ঐ সময়ের পরের কবি। কিন্তু মনঃশিক্ষা কত পরে রচিত বা প্রেমানন্দ দাস কত পরের কবি তাহা কে নির্ণয় করিবে? তবে রচনা ভঙ্গী ও ভাষা দৃষ্টে যতটুকু অনুমান করা যায়, তাহাতে এই অনুমান হয় যে প্রেমানন্দ মহাজন পদ বাচ্য না হইলেও একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা। ১৩১০ সালের ৬ই শ্রাবণের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "প্রেমদাস কি প্রেমানন্দ" এই শিরোনামায় শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে প্রেমানন্দ দাস প্রেমদাস্ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে পাঁচটী যুক্তিবলে তত্ত্বনিধি মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার কোনকোনটীর সহিত আমাদিগের মতানৈক্য থাকিলেও, ঐ যুক্তি গুলি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রথমতঃ প্রত্যেক মানবের আকৃতি যেমন ভিন্ন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব যেমন ভিন্ন, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির রচনারও একটু পার্থক্য আছে। * * এই পার্থক্যটুকুই প্রত্যেক লেখকের বিশেষত্ব বা গৌরব। বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক পাঠকই প্রেমদাস ও প্রেমানন্দে এই পার্থক্যটুকু দেখিতে পাইবেন। * * এই দুই ব্যক্তির রচনার প্রকৃতি বিচার করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে প্রেমানন্দ প্রেমদাসের ন্যায় প্রাচীন নহেন, ইনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি।

দ্বিতীয়তঃ প্রেমদাস পাকা লোক, তিনি খুটিনাটি রাখিয়া কথা বলেন নাই। আত্মবিবরণে সকলই স্পষ্ট। কিরূপে কখন কোন বিষয় লিখেন, কয় ভাই, গুরুবর্গ, বাসস্থান, স্ববংশ ইত্যাদি

সমস্তই লিখিয়াছেন। গুরু হইতে প্রেমদাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন লিখিয়াছেন। গুরু যদি তাঁহাকে "প্রেমানন্দ" নাম দিতেন, তবে তাহাই তিনি ব্যবহার করিতেন, অন্ততঃ আত্ম পরিচয়ে বলিতেন। যখন "সিদ্ধান্তবাগীশ" উপাধির কথা ত্যক্ত হয় নাই, তখন প্রেমানন্দ স্থলে কেন প্রেমদাস লিখেন, তাহার একটা কৈফিয়ত দিতেন বলিয়াই বোধ হয়।

তৃতীয়তঃ, মনঃশিক্ষার বৈরাগ্যোদ্দীপক পদগুলি ব্যতীত প্রেমানন্দ নামে আর কোন পদ নাই কেন? কবি একজন হইলে, রচনার অনুরোধেও বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হইত, এরূপ এক বিষয়ে এক নাম ব্যবহারের এত আটায়াটি থাকিত না, থাকিবার কারণ নাই বলিয়াই থাকিত না।

চতুর্থতঃ, প্রেমদাসের প্রেমানন্দের মত হাড়ে হাড়ে বৈরাগ্য ভাব গাঁথা দৃষ্ট হয় কি? প্রেমদাস প্রেমার্ণবে ভাসিতেছেন, সেই আনন্দ মগ্ন ইহাই কি বোধ হয় না? উভয়ের লেখনীর গতি দুদিকে। যাহার অন্তরে যেটী স্থায়ী ভাব অজ্ঞাতসারে অনেক সময় সর্ব্বত্রই তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে, সেরূপ হইবার আশা ও স্থল নাই।

পঞ্চমতঃ, বাগ্নাপাড়ার শিষ্য হওয়ায় প্রেমদাস নিত্যানন্দ পরিবার। যদিও গৌর নিতাই এক তত্ত্ব, অভেদ, তথাপি গুরু পক্ষপাতিত্ব হেতু নিতাইর গুণ বর্ণনে ইহাঁর যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে; তাঁহার গৌরলীলা সম্বন্ধে যতগুলি পদ পদকল্পতরুতে দৃষ্ট হয়, তাহা বাছিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, নিত্যানন্দ লীলাত্মক পদের সংখ্যাই অধিক। গ্রন্থের

মধ্যেও (কবি বৃন্দাবনদাসের ন্যায়) স্থানে স্থানে নিত্যানন্দ মহিমা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার,—হইবারই কথা।

পক্ষান্তরে মনঃশিক্ষায় ১০৮টি পদ আছে, দুটী পদ তন্মধ্যে গৌর মহিমা জ্ঞাপক। ঐ দুটী পদের মধ্যে ২য় পদে নিত্যানন্দের নামোল্লেখ আছে মাত্র। ১৬, ৬১ এবং ১৬০ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। স্থান থাকিতেও কবি নিত্যানন্দ নাম উল্লেখ করেন নাই। নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত কবির পক্ষে তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি? এ স্থলে স্পষ্টত প্রেমদাস হইতে এই কবির বিভিন্নত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে।

এই উভয় কবির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আরো একটী যুক্তি এই যে, এক কবির প্রায় এক প্রকার অথচ ভিন্ন নাম থাকিলে, কোন না কোন স্থলে জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে সেই ভিন্ন নামে প্রকাশ পায়। যেমন যদুনন্দন দাস ও যদুনাথ দাস দুইজন স্বতন্ত্র কবি কিন্তু যদুনন্দনের নামান্তর যদুনাথ ছিল। ইহা যদুনন্দন অনুবাদিত গ্রন্থ গোবিন্দ লীলামৃতের কোন কোন স্থানের ভণিতায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু কবি প্রেমদাসের নামান্তর প্রেমানন্দ থাকিলে কি পদে কি গ্রন্থে "প্রেমদাস অগেয়ানের" পরিবর্ত্তে "দীন প্রেমানন্দ দাস" এরূপ ভণিতা থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। পক্ষান্তরে প্রেমানন্দের ১০৮টী পদের মধ্যে কুত্রাপি "প্রেমদাস" বলিয়া ভণিতা নাই।

এতাবতা স্থির হইল যে, ইহাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন সময়ের কবি। কিন্তু প্রেমানন্দ দাস কে, কাহার পুত্র, কোন জাতি, কোন শাকে তাহার জন্ম, কোন শাকে মনঃশিক্ষা রচনা করিয়াছেন,

ইত্যাদি কোন বিষয়েই কিছু জানা যায় না। ফলতঃ প্রেমানন্দ দাস সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে, কাহার মতে "প্রেমানন্দ রূপ কবিরাজের পরিবার; এ কথা কতদূর সত্য জানি না। কেহ বা তাঁহাকে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের লোক বলিতেও শুনিয়াছি সত্য কিনা জানি না।" আমাদিগের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে যদি কবির জীবনী সম্বন্ধে কিছু প্রাপ্ত হই, তবে অপর একটী পরিশিষ্টে তাহা প্রদান করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। সংপ্রতি মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনঃশিক্ষা গ্রন্থখানি যে যার পর নাই উপাদেয় বস্তু তদ্বিষয়ে [illegible] নহে। [illegible] ক্ষুদ্র [illegible]র (জাৎ মাছির) রচিত ক্ষুদ্র মধুচক্র, [illegible] রসনাতৃপ্তিকর অথচ উপকারী মধুতে পরিপূর্ণ, কিন্তু উহাতে হুলের আঘাতের বিষম জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সংসার অসার, বিষয় গরল, পরিজনগণের শৃঙ্খল ইত্যাদি ভাব। [illegible] এই সংসার [illegible] [illegible]গবানই নিত্য, এই ভাব এ দে[illegible] মজ্জাগত, সুতরাং শান্তিশতক, মোহমুদগর প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যে ও বাঙ্গলা অনেক কাব্যে এই ভাব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রেমদাসের মনঃশিক্ষার মুখ্য বিষয়ই এই ভাবযুক্ত. কেহ কেহ দোষ দিতে পারেন, যে আগাগোড়া একঘেয়ে ভাব পড়িতে বিরক্তি জন্মে। সাধারণতঃ এ কথা সত্য কিন্তু প্রেমদাসের অনুপম কবিত্ব গুণে এই সুন্দর গ্রন্থ পাঠে বৈরক্তির উদ্ভব হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ পাঠ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই কাব্যে গ্রাম্য শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু

উহা দোষ নহে, এই কাব্যের একটী প্রধান গুণ। পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইল, মহাজন পদাবলীর উপক্রমণিকায় আমরা বলিয়াছিলাম 'ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য থাকা চাই, নতুবা রাখালকে রাজবেশে বা রাজাকে রাখালবেশে সাজানের মত মানায় না।" মনঃশিক্ষার ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য আছে, তাই বলি উহা একটী মহৎ গুণ। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন:—

"মনঃশিক্ষা অতি উপাদেয় গ্রন্থ, সরল বাঙ্গলা পদ্যে প্রেমানন্দ ঠাকুর ইহা রচনা করিয়াছেন। আর্ত্ত জিজ্ঞাসু মুমূর্ষ—সকলের পক্ষেই ইহা অমৃততুল্য। রচয়িতার পরিচয় সহ সুন্দর কাগজে বিশুদ্ধ ভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বৈষ্ণব ভক্ত সাহিত্যসেবী কে না আনন্দিত হইবেন? কেবল বৈষ্ণবভক্ত কেন, এই মনঃশিক্ষা গ্রন্থ, বাঙ্গালীর এক অমূল্য সম্পত্তি, ইহা ভগবানের এক শুভকর আশীর্ব্বাদ। কিন্তু আমরা যেমন রত্নের রত্ন জানি না! তেমনি এই মূল্যবান ধনের মর্ম্মও বুঝি না।"

আবার মৈনা কানাইবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন:—

"মহানুভব শ্রীল প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর প্রণীত, ঐ গ্রন্থ আকারে ছোট,—মায়ামুগ্ধ সাধারণজনগণের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার অত্যুপযোগী ১০৮টী পদের সমষ্টি। পুস্তক ক্ষুদ্র হইলেও অতি উপাদেয়—বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত ও সমাদৃত। এখানি প্রাচীন ১ খানি মহাজন গ্রন্থের মধ্যে গণ্য। মহাজনী গ্রন্থ ভাণ্ডার যদি পুষ্পবাটিকা কল্পনা করা যায়, তবে মনঃশিক্ষা তত্রত্য যূঁই, বেল কি মল্লিকা ঝাড়ের মধ্যের একটী। এখানির প্রচার খুব বেশী। পল্লীগ্রামের ঘরে

ঘরে শিক্ষিত অর্দ্ধ শিক্ষিত পুরুষ স্ত্রী সকলের কাছেই মনঃশিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। বহুতর পাঠক পাঠিকা এ পুস্তকের অনেক পদ কণ্ঠস্থ করেন। তা করিবার কথা, গ্রন্থকার অতি স্বাভাবিক ভাষায় ও দৃষ্টান্তে পদগুলি রচনা করিয়াছেন। কাজেই পড়িতে কি শুনিতে সহজে মর্ম্মে প্রবেশ করে। কীর্ত্তনকারিগণ সঙ্কীর্ত্তনে দুই চারিটী পদ গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিতে দেখিয়াছি। ঐ পুস্তকের পদ অতীব মূল্যবান। বহুল প্রচারিত মনঃশিক্ষার মহিমা লেখিয়া প্রকাশ করা পিষ্টপেষণের ন্যায় কার্য্য হয়, আর এ লেখকের তেমন সুন্দর রূপে লিখিবার শক্তিই বা কোথায়।"